ষড়বিংশতি অধ্যায়

জড়া প্রকৃতির মৌলিক তত্ত্ব

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্ ।
যদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অথ—এখন; তে—আপনাকে; সম্প্রবক্ষ্যামি—আমি বর্ণনা করব; তত্ত্বানাম্—পরমতত্ত্বের বিভিন্ন শ্রেণীর; লক্ষণম্—লক্ষণ; পৃথক্—একে একে; যৎ—যা; বিদিত্বা—জেনে; বিমুচ্যেত—মুক্ত হতে পারে; পুরুষঃ—যে-কোন ব্যক্তি; প্রাকৃতৈঃ—জড়া প্রকৃতির; গুণৈঃ—গুণসমূহ থেকে।

অনুবাদ

ভগবান কপিলদেব বললেন—হে মাতঃ! এখন আমি পরমতত্ত্বের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আপনার কাছে বর্ণনা করব, যা জানার ফলে যে কোন ব্যক্তি জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানকে জানা যায় (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি*)। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* ভক্তির বিষয় *মাম্* অথবা কৃষ্ণকে বলা হয়েছে। এবং, *চৈতন্য-চরিতামৃতেও* ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে জানা মানে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি, তাঁর প্রকাশ এবং তাঁর অবতারসমূহ সহ শ্রীকৃষ্ণকে জানা। শ্রীকৃষ্ণকে জানার জন্য জ্ঞানের অনেক বিভাগ রয়েছে। সাংখ্য দর্শন বিশেষ করে তাদের জন্য, যারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ। তা সাধারণত পরম্পরার ধারায় ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞানরূপে জানা যায়। ভক্তির প্রারম্ভিক পাঠ সম্বন্ধে পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন ভগবান ভক্তির

বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করবেন। তিনি বলেছেন যে, এই প্রকার বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নের ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা*—বিভিন্নভাবে তত্ত্বত ভগবানকে জানার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়। এখানেও তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা জড়া প্রকৃতির গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জড়া প্রকৃতির মোহ থেকে মুক্ত হয়ে, শাশ্বত আত্মা, ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্য হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার অথবা আধিপত্য করার অতি অল্প বাসনাও থাকে, ততক্ষণ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই মানুষকে বিশ্লেষণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হয়, যা ভগবান কপিলদেব সাংখ্য দর্শনের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ২

জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থায় পুরুষস্যাত্মদর্শনম্ ।
যদাহুর্বর্ণয়ে তত্তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্ ॥ ২ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **নিঃশ্রেয়স-অর্থায়**—পরম সিদ্ধির জন্য; **পুরুষস্য**—মানুষের; **আত্ম-দর্শনম্**—আত্ম উপলব্ধি; **যৎ**—যা; **আহুঃ**—কথিত হয়েছে; **বর্ণয়ে**—আমি বিশ্লেষণ করব; **তৎ**—তা; **তে**—আপনার কাছে; **হৃদয়**—হৃদয়ে; **গ্রন্থি**—গ্রন্থি; **ভেদনম্**—ছেদন করে।

অনুবাদ

আত্ম উপলব্ধির চরম পূর্ণতা হচ্ছে জ্ঞান। আমি সেই জ্ঞান আপনার কাছে বিশ্লেষণ করব, যার দ্বারা জড় জগতের প্রতি আসক্তিরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করা যায়।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে যে, শুদ্ধ আত্মজ্ঞান যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ফলে, অর্থাৎ আত্ম উপলব্ধির ফলে, জড় জগতের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানের প্রভাবে জীবনের চরম সিদ্ধি লাভ হয়, যার ফলে জীব তার যথাযথ স্বরূপে নিজেকে দর্শন করতে পারে। সেই কথা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও* (৩/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে। *তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি*—কেবল নিজের আধ্যাত্মিক স্তর হৃদয়ঙ্গম করার ফলে,

অথবা নিজের স্বরূপে নিজেকে দর্শন করার ফলে, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। বৈদিক শাস্ত্রে *আত্ম-দর্শন* বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে—(*পুরুষস্য আত্ম-দর্শনম্*), অর্থাৎ মানুষকে *আত্ম-দর্শনের* দ্বারা জানতে হয় সে কে। কপিলদেব তাঁর মায়ের কাছে বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই 'দর্শন' যথাযথভাবে প্রামাণিক সূত্র থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। কপিলদেব হচ্ছেন সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক সূত্র, কেননা তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তিনি যা বিশ্লেষণ করেছেন, তা যদি কেউ নির্দ্বিধায় যথাযথভাবে গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি *আত্ম-দর্শন* করতে পারেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর কাছে জীবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সরাসরিভাবে বলেছেন যে, প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। কেউ যখন স্থিরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন পরম আত্মার বিভিন্ন অংশ, এবং তাঁর নিত্য অবস্থান হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে তাঁর সেবা করা, তখন তিনি আত্ম উপলব্ধ হন। নিজেকে যথাযথভাবে জানার এই স্তর জড়-জাগতিক আকর্ষণের গ্রন্থি ছেদন করে (*হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্*)। অহঙ্কার বা জড় দেহ এবং জড় জগতের সঙ্গে ভ্রান্ত পরিচিতির ফলে, জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু যখনই সে বুঝতে পারে যে, গুণগতভাবে সে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক, কেননা প্রকৃত পক্ষে সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা, এবং তার নিত্য স্থিতি হচ্ছে সেবা করা, তখন জীবের *আত্ম-দর্শন* হয় এবং তার *হৃদয়-গ্রন্থি* ভেদ হয়, এবং তখন তার আত্ম উপলব্ধি হয়। জীব যখন জড় জগতের প্রতি তার আসক্তির গ্রন্থি ছেদন করতে পারে, তখন তার সেই উপলব্ধিকে বলা হয় জ্ঞান। *আত্ম-দর্শনম্* মানে হচ্ছে জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে দর্শন করা; অতএব কেউ যখন প্রকৃত জ্ঞানের অনুসরণের দ্বারা অহঙ্কার থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি নিজেকে দর্শন করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে মনুষ্য-জীবনের চরম প্রয়োজন। এইভাবে আত্মা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত। সাংখ্য নামক সুসংবদ্ধ দার্শনিক পন্থার অনুশীলনকে বলা হয় জ্ঞান এবং আত্ম উপলব্ধি।

শ্লোক ৩

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥ ৩ ॥

অনাদিঃ—আদি-রহিত; **আত্মা**—পরমাত্মা; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **নির্গুণঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; **প্রকৃতেঃ পরঃ**—জড় জগতের অতীত; **প্রত্যক্-ধামা**—সর্বত্র দর্শনীয়; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বয়ং প্রকাশ; **বিশ্বম্**—সমগ্র সৃষ্টি; **যেন**—যার দ্বারা; **সমন্বিতম্**—পালিত হয়।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা, এবং তাঁর আদি নেই। তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত এবং জড়-জাগতিক অস্তিত্বের অতীত। তিনি সর্বত্রই উপলব্ধ হন কেননা তিনি স্বয়ং প্রকাশ, এবং তাঁর অঙ্গের জ্যোতির দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির পালন হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে অনাদি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা। *পুরুষ* মানে হচ্ছে 'ব্যক্তি'। আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতায় যখন আমরা কোন ব্যক্তির কথা চিন্তা করি, সেই ব্যক্তির আদি রয়েছে। অর্থাৎ তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর জীবনের শুরু থেকে একটি ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন অনাদি। আমরা যদি সমস্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করে দেখি, তা হলে দেখতে পাই যে, প্রত্যেকেরই আদি রয়েছে কিন্তু আমরা যদি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখি যাঁর আদি নেই, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। ভগবান সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* সেই বর্ণনাটি দেওয়া হয়েছে। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*—পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা; তিনি অনাদি, অথচ তিনি হচ্ছেন সকলের আদি। এই বর্ণনাটি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ভগবানকে আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মার সংজ্ঞা কি? আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্ম মানে হচ্ছে 'মহান'। তাঁর মহিমা সর্বত্র উপলব্ধি করা যায়। এবং সেই মহিমাটি কি? চেতনা। চেতনা সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে, কেননা তা সমস্ত শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত থাকে; আমাদের দেহের প্রতিটি রোমকূপে আমরা চেতনা অনুভব করি। সেইটি হচ্ছে ব্যক্তিগত চেতনা। তেমনই, পরম চেতনা রয়েছে। এই সম্পর্কে একটি ছোট্ট প্রদীপ এবং সূর্যালোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সূর্যের আলোক সর্বত্র দর্শন করা যায়, এমন কি ঘরের ভিতরে অথবা আকাশেও তা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু একটি ছোট্ট প্রদীপের আলোক সীমিত। তেমনই, আমাদের চেতনা আমাদের দেহের সীমার মধ্যেই অনুভব করা যায়, কিন্তু

পরম চেতনা বা ভগবানের অস্তিত্ব সর্বত্র অনুভব করা যায়। তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা সর্বত্রই বিরাজমান। *বিষ্ণু পুরাণে* বলা হয়েছে যে, সর্বত্র আমরা যা কিছু দেখি, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির বিতরণ। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান চেতন এবং জড়—এই দুই প্রকার শক্তির দ্বারা সর্ব ব্যাপ্ত এবং সর্বত্র বিরাজমান। চেতন এবং জড় উভয় প্রকার শক্তিই সর্ব ব্যাপ্ত, এবং এটিই হচ্ছে ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ।

সর্বত্র চেতনার অস্তিত্ব সাময়িক নয়। তা অনাদি, এবং যেহেতু তা অনাদি, তাই তা অনন্তও। জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে কোন এক বিশেষ অবস্থায় চেতনের বিকাশ হওয়ার যে এক মতবাদ, তা এখানে স্বীকার করা হয়নি, কেননা সর্ব ব্যাপ্ত যে-চেতনা তা অনাদি। জড়বাদী অথবা নাস্তিক মতবাদ প্রচার করে যে, আত্মা নেই, ভগবান নেই, এবং জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে চেতনার উদ্ভব হয়েছে। এই ধরনের মতবাদ কখনই গ্রহণ করা যায় না। জড় পদার্থ অনাদি নয়; তার আদি রয়েছে। আমাদের এই জড় দেহে যেমন আদি রয়েছে, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের শরীরেও আদি রয়েছে; এবং আমাদের জড় দেহের উৎপত্তি যেমন আত্মার ভিত্তিতে হয়েছে, তেমনই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল শরীরও পরমাত্মার ভিত্তিতে উৎপন্ন হয়েছে। *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য*। সমগ্র জড় জগতের এই প্রকাশ—তার সৃষ্টি, তার বৃদ্ধি, তার পালন এবং তার বিনাশ—সবই পরম পুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* ভগবান বলেছেন, "আমি সব কিছুর আদি, এবং সব কিছুর উৎপত্তির উৎস।"

এখানে পরমেশ্বর ভগবানের বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি কোন অনিত্য ব্যক্তি নন, এবং তাঁর কোন আদি নেই। তাঁর কোন কারণ নেই, কিন্তু তিনি সর্ব কারণের পরম কারণ। *পরঃ* মানে 'জড়াতীত', 'সৃজনাত্মক শক্তির অতীত।' ভগবান হচ্ছেন এই সৃজনাত্মক শক্তির স্রষ্টা। আমরা দেখতে পাই যে, জড় জগতে একটি সৃজনাত্মক শক্তি রয়েছে, কিন্তু ভগবান সেই শক্তির অধীন নন। তিনি *প্রকৃতি-পরঃ*, এই শক্তির অতীত। তিনি জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট ত্রিতাপ দুঃখের অধীন নন, কেননা তিনি তাঁর অতীত। জড়া প্রকৃতির গুণ তাঁকে স্পর্শ করে না। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *স্বয়ংজ্যোতিঃ*—তিনি স্বয়ং জ্যোতির্ময়। জড় জগতে আমরা দেখেছি যে, একটি আলোক অন্য আরেকটি আলোকের প্রতিবিম্ব, ঠিক যেমন চন্দ্রের কিরণ সূর্যের আলোকের প্রতিবিম্ব। সূর্যালোকও ব্রহ্মজ্যোতির প্রতিবিম্ব। তেমনই, ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবানের শরীরের প্রতিবিম্ব। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*যস্য প্রভা প্রভবতঃ*। ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহের প্রভা।

তাই এখানে বলা হয়েছে, *স্বয়ংজ্যোতিঃ*—তিনি স্বয়ং আলোক। তাঁর রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিরূপে, সূর্যালোকরূপে এবং চন্দ্রকিরণরূপে বিভিন্নভাবে বিতরিত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* প্রতিপন্ন করে যে, চিৎ-জগতে সূর্যালোক, চন্দ্রকিরণ অথবা বিদ্যুতের কোন প্রয়োজন হয় না। *উপনিষদেও* প্রতিপন্ন হয়েছে, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা চিৎ-জগৎকে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট, তাই সেখানে সূর্যালোক, চন্দ্রের জ্যোৎস্না অথবা অন্য কোন আলোক বা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। চিন্ময় আত্মা অথবা চিন্ময় চেতনা যে জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে কোন এক সময়ে উদ্ভূত হয়েছিল, এই আত্ম-প্রকাশ সেই মতবাদকে খণ্ডন করে। *স্বয়ংজ্যোতিঃ* বলতে বোঝায় যে, তাতে কোন রকম জড়ের অথবা জড় প্রতিক্রিয়ার লেশমাত্র নেই। এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের সর্ব ব্যাপকতা সর্বত্র তাঁর জ্যোতি প্রকাশের জন্য। আমরা দেখতে পাই যে, সূর্য যদিও এক স্থানে অবস্থিত, তবুও কোটি-কোটি মাইল জুড়ে সর্বত্র সূর্যের কিরণ বিতরণ হচ্ছে। এটি আমাদের একটি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। তেমনই, যদিও পরম জ্যোতি তাঁর স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠ বা বৃন্দাবনে অবস্থিত, তবুও তাঁর জ্যোতি কেবল চিৎ-জগতেই নয়, তার বাইরেও প্রকাশিত হচ্ছে। জড় জগতেও সেই আলোক সূর্যমণ্ডলের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, এবং সূর্যের আলোক চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এইভাবে, যদিও তিনি তাঁর স্বীয় ধামে অবস্থিত, কিন্তু তাঁর কিরণ চিৎ-জগতের এবং জড় জগতের সর্বত্রই বিতরণ হচ্ছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৭) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*—তিনি গোলোকে নিবাস করেন, তবুও তাঁর সৃষ্টির সর্বত্রই তিনি বিরাজমান। তিনি সব কিছুর পরমাত্মা, তিনি পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর অসংখ্য চিন্ময় গুণাবলী রয়েছে। তা থেকে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় যে, যদিও তিনি নিঃসন্দেহে একজন পুরুষ, তবুও তিনি এই জড় জগতের কোন পুরুষ নন। মায়াবাদীরা বুঝতে পারে না যে, এই জড় জগতের অতীত কোন পুরুষ থাকতে পারে; তাই তাঁরা নির্বিশেষবাদী। কিন্তু এখানে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড় অস্তিত্বের অতীত।

শ্লোক ৪

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥ ৪ ॥

সঃ এষঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতি; **সূক্ষ্মাম্**—সূক্ষ্ম; **দৈবীম্**—শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত; **গুণ-ময়ীম্**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ-সমন্বিত; **বিভূঃ**—মহতের থেকেও মহীয়ান; **যদৃচ্ছয়া**—তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে; **ইব**—যথেষ্ট; **উপগতাম্**—প্রাপ্ত হয়েছে; **অভ্যপদ্যত**—তিনি স্বীকার করেছেন; **লীলয়া**—তাঁর লীলারূপে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান, যিনি মহতের থেকেও মহীয়ান, তাঁর লীলারূপে সূক্ষ্ম জড়া প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছেন, যা ত্রিগুণাত্মিকা, এবং শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গুণময়ীম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *দৈবীম্* মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি' এবং *গুণময়ীম্* মানে 'জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ-সমন্বিত।' পরমেশ্বর ভগবানের জড়া প্রকৃতি যখন প্রকাশিতা হয়, তখন এই *গুণময়ীম্* শক্তি প্রকৃতির তিনটি গুণরূপে প্রকাশিত হয়, এবং তা আবরণরূপে ক্রিয়া করে। পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত শক্তি দুইরূপে প্রকাশিত হয়—ভগবানের প্রকাশরূপে এবং ভগবানের মুখমণ্ডলের আবরণরূপে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, যেহেতু সমগ্র জগৎ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা মোহিত, তাই সাধারণ বদ্ধ জীবাত্মারা এই শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারে না। এই সূত্রে মেঘের দৃষ্টান্তটি খুব সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ আকাশে একটি বিরাট মেঘের আবির্ভাব হয়। এই মেঘটিকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে। সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই মেঘটি তার শক্তির সৃষ্টি, কিন্তু সাধারণ বদ্ধ মানুষের কাছে তা তাদের চক্ষুর আবরণ। এই মেঘটির জন্য তারা সূর্যকে দেখতে পায় না। এমন নয় যে, সূর্য মেঘটির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছে; এই মেঘের দ্বারা কেবল সাধারণ মানুষের দৃষ্টিই আচ্ছন্ন হয়। তেমনই, মায়া যদিও কখনই মায়াতীত পরমেশ্বর ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে না, তা কেবল সাধারণ জীবকে আচ্ছাদিত করে। আচ্ছাদিত হচ্ছে যে-সমস্ত বদ্ধ জীবাত্মা, তারা হচ্ছে স্বতন্ত্র জীব, এবং যাঁর শক্তি থেকে মায়ার সৃষ্টি হয়েছে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্রীমদ্ভাগবতের আরেক স্থানে, প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে, উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাসদেব তাঁর চিন্ময় দৃষ্টির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর পিছনে মায়াকে দণ্ডায়মান দর্শন করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, জড়া প্রকৃতি বা মায়া কখনই ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে না, ঠিক যেমন

অন্ধকার কখনও সূর্যকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। অন্ধকার কেবল সেই স্থানটি আচ্ছাদিত করতে পারে, যা সূর্যের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। অন্ধকার একটি ক্ষুদ্র গুহাকে আচ্ছাদিত করতে পারে, কিন্তু মুক্ত আকাশকে পারে না। তেমনই, জড়া প্রকৃতির আচ্ছাদন করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত এবং তা পরমেশ্বর ভগবানের উপর ক্রিয়া করতে পারে না, তাই ভগবানকে বলা হয় *বিভু*। মেঘের আবির্ভাবে যেমন সূর্যের স্বীকৃতি রয়েছে, তেমনই কালান্তরে জড়া প্রকৃতির আবির্ভাবে ভগবানের স্বীকৃতি রয়েছে। জড় জগৎ সৃষ্টি করার জন্য যদিও তিনি তাঁর জড়া প্রকৃতিকে ব্যবহার করেন, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি সেই শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যান। জড়া প্রকৃতির দ্বারা যারা আচ্ছাদিত হয়, তাদের বলা হয় বদ্ধ জীবাত্মা। ভগবান সৃষ্টি, পালন এবং সংহাররূপ লীলার জন্য জড় শক্তিকে স্বীকার করেন। কিন্তু বদ্ধ জীবেরা আচ্ছাদিত হয়; তারা বুঝতে পারে না যে, এই জড়া প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, ঠিক যেমন অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, মেঘের আবরণের ঊর্ধ্বে রয়েছে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ।

শ্লোক ৫

গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥ ৫ ॥

গুণৈঃ—তিন গুণের দ্বারা; **বিচিত্রাঃ**—বিবিধ প্রকার; **সৃজতীম্**—সৃষ্টি করে; **স-রূপাঃ**—রূপ-সমন্বিত; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতি; **প্রজাঃ**—জীব; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **মুমুহে**—মোহগ্রস্ত হয়েছিল; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **স**—জীব; **ইহ**—এই সংসারে; **জ্ঞান-গূহয়া**—জ্ঞান আবরণকারী রূপের দ্বারা।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতি তাঁর ত্রিগুণের দ্বারা বিচিত্ররূপে বিভক্ত হয়ে, জীবের রূপ সৃষ্টি করে, এবং জীব তা দর্শন করে মায়ার জ্ঞান আবরণকারী রূপের দ্বারা মোহিত হয়।

তাৎপর্য

মায়ার জ্ঞান আচ্ছন্ন করার শক্তি রয়েছে, কিন্তু সেই আবরণ পরমেশ্বর ভগবানের উপর প্রয়োগ করা যায় না। তা কেবল *প্রজাঃ* বা জড় শরীরে যাদের জন্ম হয়েছে,

সেই বদ্ধ জীবাত্মাদের উপর প্রযোজ্য। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন প্রকারের জীব প্রকৃতির গুণ অনুসারে ভিন্ন হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৭/১২) অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সত্ত্ব, রজ এবং তম, এই সমস্ত গুণগুলি যদিও পরমেশ্বর ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তবুও তিনি সেইগুলির অধীন নন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত শক্তি তাঁর উপর কার্যকরী হতে পারে না; তা কেবল জড়া প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত বদ্ধ জীবেদের উপরই কার্যকরী হয়। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পিতা কেননা তিনি জড়া প্রকৃতির গর্ভে বদ্ধ জীবাত্মাদের আধান করেন। তাই বদ্ধ জীবেরা জড়া প্রকৃতির সৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জীবেদের পিতা প্রকৃতির তিন গুণ থেকে দূরে থাকেন।

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার এবং জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার অভিলাষী জীবেদের কাছে যাতে তিনি তাঁর লীলা প্রদর্শন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান মায়াকে স্বীকার করেছেন। এই প্রকার জীবেদের তথাকথিত উপভোগের জন্য ভগবানের মায়ার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। বদ্ধ জীবেদের দুঃখ-দুর্দশা ভোগের জন্য কেন যে এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তা একটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। পূর্ববর্তী শ্লোকে *লীলয়া* শব্দটির দ্বারা, যার অর্থ হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবানের লীলার উদ্দেশ্যে' এই জগৎ সৃষ্টির একটি ইঙ্গিত রয়েছে। বদ্ধ জীবেদের ভোগ করার মনোবৃত্তি ভগবান সংশোধন করতে চান। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই ভোক্তা নয়। তাই যারা ভ্রান্তভাবে ভোগ করতে বাসনা করে, তাদের জন্য এই জড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে, সরকারের পৃথক পুলিশ বিভাগ সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু যেহেতু কিছু নাগরিক রাষ্ট্রের আইন স্বীকার করবে না, তাই সেই সমস্ত আসামীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য পুলিশের প্রয়োজন হয়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার প্রয়োজন রয়েছে। তেমনই, বদ্ধ জীবেদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কিছু জীব রয়েছে যারা নিত্য বদ্ধ অর্থাৎ যারা চিরকাল বদ্ধ। বলা হয় যে, তারা অনাদি কাল ধরে বদ্ধ, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব যে-কখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিদ্রোহী হয়েছিল, তা কেউই নির্ধারণ করতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—যাঁরা ভগবানের আইন মেনে চলে, আর যারা নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী, যারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাদের নিজেদের আইন সৃষ্টি করতে হয়। তারা প্রচার করে যে, সকলেই তার নিজের আইন অথবা নিজের ধর্মপন্থা সৃষ্টি করতে পারে। এই দুই শ্রেণীর জীবের অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল কবে, তা নির্ধারণ না করেই আমরা নিশ্চিতরূপে মেনে নিতে পারি যে, কিছু জীব ভগবানের আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এই প্রকার জীবেদের বলা হয় বদ্ধ জীব। কেননা তারা তিনটি গুণের দ্বারা আবদ্ধ তাই এখানে *গুণৈর্বিচিত্রাঃ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই জড় জগতে ৮৪ লক্ষ বিভিন্ন প্রকার যোনি রয়েছে। চিন্ময় আত্মারূপে সমস্ত জীবই এই জড় জগতের অতীত। তা হলে কেন তারা জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় নিজেদের প্রদর্শিত করে? তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে—তারা প্রকৃতির তিন গুণের মোহে আচ্ছন্ন। যেহেতু তাদের দেহ জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট, তাই তা জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত। এই জড় দেহের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে জীব তার চিন্ময় পরিচয় হারিয়ে ফেলে, এবং তাই *মুহ্যতে* শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, তারা তাদের চিন্ময় স্বরূপ ভুলে গেছে। এই স্বরূপ-বিস্মৃতি সেই সমস্ত জীবের পক্ষেই কেবল সম্ভব, যারা জড়া প্রকৃতির শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে বদ্ধ। *জ্ঞানগৃহ্যয়া* এই আর একটি শব্দের ব্যবহার এখানে করা হয়েছে, গৃহ্য মানে আবরণ। যেহেতু অণু-সদৃশ বদ্ধ জীবাত্মার জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়েছে, তাই তারা বিভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "জীব জড়া প্রকৃতির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন।" বেদেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাশ্বত জীব বিভিন্ন গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং তাদের বর্ণ তিনটি—লাল, সাদা এবং নীল। লাল রজোগুণের প্রতীক, সাদা সত্ত্বগুণের প্রতীক, এবং নীল তমোগুণের প্রতীক। এই গুণগুলি জড়া প্রকৃতির, এবং তাই বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে, জীবেদের বিভিন্ন প্রকারের জড় দেহ রয়েছে। যেহেতু তারা তাদের চিন্ময় স্বরূপ ভুলে গেছে, তাই তারা তাদের জড় দেহটিকেই তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। বদ্ধ জীবেদের কাছে 'আমি' মানে হচ্ছে তার জড় দেহ। তাকে বলা হয় মোহ.

কঠ উপনিষদে বার বার বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান কখনও জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন না। বদ্ধ জীব বা ভগবানের অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশরাই কেবল জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং জড় গুণের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে।

শ্লোক ৬

এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্ ।
কর্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥ ৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **পর**—অন্য; **অভিধ্যানেন**—পরিচিতির দ্বারা; **কর্তৃত্বম্**—কার্যকলাপের অনুষ্ঠান; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পুমান্**—জীব; **কর্মসু ক্রিয়মাণেষু**—কর্ম করার সময়; **গুণৈঃ**—তিন গুণের দ্বারা; **আত্মনি**—নিজেকে; **মন্যতে**—মনে করে।

অনুবাদ

চিন্ময় জীব তার বিস্মরণের ফলে, জড়া প্রকৃতির প্রভাবকে তার কর্মক্ষেত্র বলে মনে করে, এবং এইভাবে প্রভাবিত হয়ে, সে ভ্রান্তিবশত নিজেকে তার কর্মের কর্তা বলে মনে করে।

তাৎপর্য

মোহাচ্ছন্ন জীবকে রোগের প্রভাবে উন্মত্ত বা ভূতে পাওয়া মানুষদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যারা অসংযতভাবে আচরণ করলেও মনে করে যে তারা সংযত। মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীব জড় চেতনায় আচ্ছন্ন হয়। এই চেতনায় বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির বশীভূত হয়ে যে কর্ম করে, তা সে নিজের অনুপ্রেরণায় করছে বলে মনে করে। প্রকৃত পক্ষে, আত্মা তাঁর শুদ্ধ অবস্থায় কৃষ্ণভাবনাময়। কেউ যখন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হয়ে কার্য করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে জড় চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করছে। চেতনাকে কখনও হত্যা করা যায় না, কেননা জীবের লক্ষণ হচ্ছে চেতনা। জড় চেতনাকে কেবল পবিত্র করে তুলতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বা পরমেশ্বর ভগবানকে প্রভুরূপে স্বীকার করার মাধ্যমে এবং জড় চেতনাকে কৃষ্ণচেতনায় রূপান্তরিত করার দ্বারা জীব মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৭

তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যং চ তৎকৃতম্ ।
ভবত্যকর্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

তৎ—ভ্রান্ত ধারণা থেকে; **অস্য**—বদ্ধ জীবের; **সংসৃতিঃ**—বদ্ধ জীবন; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **পার-তন্ত্র্যম্**—পরাধীনতা; **চ**—এবং; **তৎ-কৃতম্**—তার দ্বারা নির্মিত; **ভবতি**—হয়; **অকর্তুঃ**—যিনি কর্ম করেন না তাঁর; **ঈশস্য**—স্বতন্ত্র; **সাক্ষিণঃ**—সাক্ষী; **নির্বৃত-আত্মনঃ**—স্বভাবত আনন্দময়।

অনুবাদ

জড় চেতনাই বদ্ধ জীবনের কারণ, যে পরিস্থিতিতে জড়া প্রকৃতি জীবের উপর বিভিন্ন অবস্থা বলপূর্বক প্রয়োগ করে। জীবাত্মা যদিও কিছুই করে না এবং সে এই প্রকার কার্যকলাপের অতীত, তবুও সে বদ্ধ জীবনের দ্বারা এইভাবে প্রভাবিত হয়।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা, যারা পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মধ্যে ভেদ দর্শন করে না, তারা বলে যে, জীবের বদ্ধ অবস্থা হচ্ছে তার *লীলা* । কিন্তু 'লীলা' শব্দটি কেবল ভগবানের কার্যকলাপের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মায়াবাদীরা এই শব্দটির অপব্যবহার করে, এবং বলে যে, জীব যদিও বিষ্ঠাভোজী শূকরে পরিণত হয়েছে, তবুও সেও তার লীলা উপভোগ করছে। এইটি সব চাইতে বিপজ্জনক ব্যাখ্যা। প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের নায়ক এবং পালক। তাঁর লীলা সমস্ত জড় কার্যকলাপের অতীত। ভগবানের এই প্রকার লীলা বদ্ধ জীবের জড়-জাগতিক কার্যকলাপের স্তরে জোর করে টেনে নামানো যায় না। বদ্ধ অবস্থায় জীব প্রকৃত পক্ষে মায়ার কারাগারে বন্দী অবস্থায় থাকে। মায়া তাকে যেই নির্দেশ দেয়, বদ্ধ জীব তা করে। তার কোন দায়িত্ব নেই, সে কেবল তার কর্মের সাক্ষী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার শাশ্বত সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধে, তাকে এইভাবে কর্ম করতে বাধ্য হতে হয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, মায়া হচ্ছে তাঁর শক্তি, এবং তা এতই প্রবল যে, তাকে অতিক্রম করা অসম্ভব। কিন্তু জীব যদি কেবল বুঝতে পারে যে, তার স্বরূপে সে হচ্ছে কৃষ্ণদাস, এবং সেই তত্ত্ব অনুসারে সে যদি আচরণ করতে চেষ্টা করে, তা হলে সে যতই বদ্ধ হোক না কেন, মায়ার প্রভাব তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যাবে। সেই কথা স্পষ্টভাবে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে—কেউ যখন অসহায় হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার ফলে মায়ার প্রভাব দূর হয়ে যায়, এবং তিনি তখন বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হন।

আত্মা প্রকৃত পক্ষে সচ্চিদানন্দময়—নিত্য, আনন্দময় এবং জ্ঞানময়। কিন্তু মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করে। জড়-জাগতিক অস্তিত্বের এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার এবং কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত হওয়ার ব্যাপারে মানুষকে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হতে হয়, কেননা তার ফলে অনায়াসে তার দীর্ঘকালীন দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বদ্ধ জীবের যত দুঃখ-দুর্দশা তা কেবল তার জড়া প্রকৃতির প্রতি আসক্তির ফলে। তাই এই আসক্তি শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত করা উচিত।

শ্লোক ৮

কার্যকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮ ॥

কার্য—দেহ; **কারণ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **কর্তৃত্বে**—দেবতাদের সম্বন্ধে; **কারণম্**—কারণ; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতি; **বিদুঃ**—বিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন; **ভোক্তৃত্বে**—অনুভূতি সম্বন্ধে; **সুখ**—সুখের; **দুঃখানাম্**—এবং দুঃখের; **পুরুষম্**—জীবাত্মা; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পরম্**—অতীত।

অনুবাদ

বদ্ধ জীবের জড় শরীর, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের কারণ হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তা জানেন। জড়া প্রকৃতির অতীত যে জীব, তার সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি স্বয়ং আত্মার দ্বারাই উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবান যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর *আত্মমায়ার* দ্বারাই তাঁর সবিশেষরূপে আসেন। তিনি কোন উন্নততর শক্তির দ্বারা বাধ্য হয়ে আসেন না। তিনি স্বেচ্ছায় আসেন, এবং তাকে *লীলা* বলা যায়। কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীন হয়ে, কোন বিশেষ ধরনের শরীর এবং ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সে তার শরীর পছন্দ অনুসারে প্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বদ্ধ জীবের কোন স্বাধীন পছন্দ নেই; তার কর্ম অনুসারে প্রকৃতি তাকে যে শরীর দান করে, তাই গ্রহণ করতে সে বাধ্য হয়। কিন্তু যখন শারীরিক

প্রতিক্রিয়ার ফলে সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তার কারণ হচ্ছে স্বয়ং আত্মা। আত্মা যদি চায়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের সেবা গ্রহণ করার মাধ্যমে দ্বৈতভাব-সমন্বিত তার বদ্ধ জীবনের পরিবর্তন সাধন করতে পারে। জীব নিজেই তার দুঃখ-দুর্দশা ভোগের কারণ, কিন্তু সে তার শাশ্বত সুখের কারণও হতে পারে। সে যখন কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতে চায়, তখন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সে একটি উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হয়, আর সে যখন নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করতে চায়, তখন তাকে একটি জড় শরীর দান করা হয়। এইভাবে সে চিন্ময় শরীর গ্রহণ করবে, না, জড় শরীর গ্রহণ করবে, তা নির্ভর করে তার ইচ্ছার উপরে, কিন্তু একবার শরীর গ্রহণ করা হলে, তাকে তার ফল-স্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয়। মায়াবাদীদের মতবাদ হচ্ছে যে, জীব একটি শূকরের শরীর ধারণ করে তার লীলা উপভোগ করছে। এই মতবাদ কখনই স্বীকার করা যায় না, কেননা 'লীলা' শব্দটি স্বেচ্ছায় আনন্দ উপভোগ করা বোঝায়। তাই মায়াবাদীদের এই ব্যাখ্যাটি সব চাইতে বড় প্রতারণা। যখন বাধ্য হয়ে দুঃখ স্বীকার করতে হয়, তখন তাকে লীলা বলা যায় না। ভগবানের লীলা এবং বদ্ধ জীবের কর্মফল স্বীকার এক স্তরের নয়।

শ্লোক ৯

দেবহূতিরুবাচ

প্রকৃতেঃ পুরুষস্যাপি লক্ষণং পুরুষোত্তম ।
ব্রূহি কারণয়োরস্য সদসচ্চ যদাত্মকম্ ॥ ৯ ॥

দেবহূতিঃ উবাচ—দেবহূতি বললেন; **প্রকৃতেঃ**—তাঁর শক্তিসমূহের; **পুরুষস্য**—পরম পুরুষের; **অপি**—ও; **লক্ষণম্**—বৈশিষ্ট্য; **পুরুষ-উত্তম্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **কারণয়োঃ**—কারণসমূহ; **অস্য**—এই সৃষ্টির; **সৎ-অসৎ**—প্রকট এবং অপ্রকট; **চ**—এবং; **যৎ-আত্মকম্**—যার দ্বারা গঠিত।

অনুবাদ

দেবহূতি বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান! দয়া করে আপনি আমার কাছে পুরুষ এবং তাঁর শক্তিসমূহের লক্ষণ বর্ণনা করুন, কেননা তা উভয়েই এই প্রকট এবং অপ্রকট সৃষ্টির কারণ।

তাৎপর্য

প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্কিত, যেমন একজন নারী তার পতির সঙ্গে স্ত্রী এবং তার সন্তানদের সঙ্গে মাতারূপে সম্পর্কিত। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, তিনি মাতা প্রকৃতির গর্ভে জীবাত্মারূপ সন্তানদের আধান করেন, এবং তার ফলে সমস্ত যোনিভুক্ত জীবেরা প্রকট হয়। জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত জীবের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন দেবহূতি প্রকৃতির সঙ্গে পরম পুরুষ ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে চাইছেন। সেই সম্পর্কের পরিণাম-স্বরূপ প্রকট এবং অপ্রকট জগৎ বলা হয়েছে। অপ্রকট জগৎ হচ্ছে সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব, এবং সেই মহত্তত্ত্ব থেকে জড় সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে।

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জড়া প্রকৃতি ক্ষোভিতা হয়, এবং তার ফলে জড় জগতে সব কিছুর জন্ম হয়। সেই কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* নবম অধ্যায়েও প্রতিপন্ন হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে, তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে, তাঁর অধ্যক্ষতায়, তাঁর পরিচালনায় বা তাঁর ইচ্ছার দ্বারা—প্রকৃতি কার্য করছে। এমন নয় যে, প্রকৃতি অন্ধের মতো কার্য করছে। প্রকৃতির সঙ্গে বদ্ধ জীবের সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করার পর, দেবহূতি জানতে চেয়েছেন, জড়া প্রকৃতি কিভাবে ভগবানের পরিচালনায় কার্য করে, এবং জড়া প্রকৃতির সঙ্গে ভগবানের কি সম্পর্ক। অর্থাৎ তিনি জানতে চেয়েছিলেন, প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের বৈশিষ্ট্য কি প্রকার।

জীবের সঙ্গে জড়ের সম্পর্ক এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জড়ের সম্পর্ক অবশ্যই সম স্তরের নয়, যদিও মায়াবাদীরা সেই কথা বলে। যখন বলা হয় যে, জীব মোহগ্রস্ত হয়, তখন মায়াবাদীরা এই মোহ পরমেশ্বর ভগবানের উপরেও আরোপ করে। কিন্তু তা কখনই প্রযোজ্য নয়। ভগবান কখনই মোহগ্রস্ত হন না। সেটিই হচ্ছে সবিশেষবাদী এবং নির্বিশেষবাদীদের মধ্যে পার্থক্য: দেবহূতি নির্বোধও ছিলেন না। জীব যে পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, সেই কথা বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি তাঁর ছিল। জীব যেহেতু অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই তারা জড়া প্রকৃতির দ্বারা মোহগ্রস্ত বা বদ্ধ হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পরমেশ্বর ভগবানও বদ্ধ অথবা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বদ্ধ জীব এবং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, ভগবান হচ্ছেন পরমেশ্বর, জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর, এবং তাই তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন নন। তিনি পরা প্রকৃতি অথবা জড়া প্রকৃতি কোনওটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। তিনি স্বয়ং পরম নিয়ন্তা, এবং জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাধারণ জীবের সঙ্গে কখনই তাঁর তুলনা করা চলে না।

এই শ্লোকে সৎ এবং অসৎ দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দৃশ্য জগৎ অসৎ—তার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু ভগবানের প্রকৃতি সৎ, অথবা চিরস্থায়ী। ভগবানের শক্তিরূপে সূক্ষ্ম অবস্থায় জড়া প্রকৃতি নিত্য, কিন্তু কখনও কখনও তা অসৎ বা সাময়িক অস্তিত্বসম্পন্ন এই জগৎকে সৃষ্টি করে। এই সম্পর্কে পিতা-মাতার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—মাতা এবং পিতার অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু কখনও কখনও মাতা সন্তান প্রসব করেন। তেমনই এই দৃশ্য জগৎ যা পরমেশ্বর ভগবানের অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তা কখনও কখনও প্রকট হয় এবং পুনরায় অপ্রকট হয়ে যায়। কিন্তু জড়া প্রকৃতি নিত্য, এবং ভগবান এই জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম এবং স্থূল উভয় প্রকাশেরই পরম কারণ।

শ্লোক ১০

শ্রীভগবানুবাচ

যত্তৎত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্ ।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ ॥ ১০ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; যৎ—অধিকন্তু; তৎ—তা; ত্রি-গুণম্—তিন গুণের সমন্বয়; অব্যক্তম্—অপ্রকাশিত; নিত্যম্—শাশ্বত; সৎ-অসৎ-আত্মকম্—কার্য এবং কারণ সমন্বিত; প্রধানম্—প্রধান; প্রকৃতিম্—প্রকৃতি; প্রাহুঃ—বলা হয়; অবিশেষম্—নির্বিশেষ; বিশেষ-বৎ—বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তিন গুণের শাশ্বত অব্যক্ত সমন্বয় ব্যক্ত অবস্থার কারণ, এবং তাকে বলা হয় প্রধান। তার ব্যক্ত অবস্থাকে বলা হয় প্রকৃতি।

তাৎপর্য

ভগবান প্রধান নামক জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করছেন। প্রধান এবং প্রকৃতির ব্যাখ্যা হচ্ছে—প্রধান হচ্ছে সূক্ষ্ম, সমস্ত জড় উপাদানের বিশেষ সমন্বয়। যদিও সেইগুলি নির্বিশেষ, তবুও বুঝতে হবে যে, সমস্ত জড় উপাদানগুলি তার মধ্যে রয়েছে। প্রকৃতির তিনটি গুণের ক্রিয়ার প্রভাবে যখন জড় উপাদানগুলি প্রকাশিত হয়, সেই ব্যক্ত অবস্থাকে বলা হয় প্রকৃতি। নির্বিশেষবাদীরা বলে যে, ব্রহ্ম নিরাকার এবং নির্বিশেষ। কেউ বলতে পারে যে, প্রধান হচ্ছে ব্রহ্ম, কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম *প্রধান* নয়। *প্রধান* এবং ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, ব্রহ্মে জড়া প্রকৃতির গুণের অস্তিত্ব নেই। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, মহত্তত্ত্বও *প্রধান* থেকে ভিন্ন, কেননা মহত্তত্ত্বে প্রকাশ রয়েছে। কিন্তু *প্রধানের* প্রকৃত ব্যাখ্যা এখানে করা হয়েছে—কার্য এবং কারণ যখন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না (অব্যক্ত), তখন সমগ্র জড় তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় না, জড়া প্রকৃতির সেই অবস্থাকে বলা হয় *প্রধান*। *প্রধান* কালতত্ত্বও নয়, কেননা কালে কার্য এবং কারণ রয়েছে, সৃষ্টি এবং প্রলয় রয়েছে। তা জীব বা তটস্থা শক্তি, বা উপাধিযুক্ত বদ্ধ জীবও নয়, কেননা বদ্ধ জীবের উপাধি শাশ্বত নয়। *প্রধানের* প্রসঙ্গে *নিত্য* এই বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, প্রধান শাশ্বত। অতএব প্রকৃতির প্রকাশ হওয়ার ঠিক পূর্বের অবস্থাকে বলা হয় *প্রধান*।

শ্লোক ১১

পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দশভিস্তথা ।
এতচ্চতুর্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ ॥ ১১ ॥

পঞ্চভিঃ—পাঁচটি (স্থূল তত্ত্ব) সমন্বিত; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচটি (সূক্ষ্ম তত্ত্ব); **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **চতুর্ভিঃ**—চারটি (অন্তরেন্দ্রিয়); **দশভিঃ**—দশটি (পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়); **তথা**—এইভাবে; **এতৎ**—এই; **চতুঃ-বিংশতিকম্**—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব-সমন্বিত; **গণম্**—সমষ্টি; **প্রাধানিকম্**—প্রধানের অন্তর্ভুক্ত; **বিদুঃ**—তাঁরা জানেন।

অনুবাদ

পাঁচটি স্থূল তত্ত্ব, পাঁচটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব, চারটি অন্তরেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে বলা হয় প্রধান।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে এখানে যে চব্বিশটি তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, তার সমষ্টিকে বলা হয় *যোনির্মহদ্ব্রহ্ম*। এই *যোনির্মহদ্ব্রহ্মে* জীবনিচয়কে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়েছে, এবং তারা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত বিভিন্নরূপে জন্ম গ্রহণ করেছে।

শ্লোক ১২

মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্মরুন্নভঃ ।
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে ॥ ১২ ॥

মহা-ভূতানি—স্থূল উপাদান; পঞ্চ—পাঁচ; এব—সঠিক; ভূঃ—ভূমি; আপঃ—জল; অগ্নিঃ—আগুন; মরুৎ—বায়ু; নভঃ—আকাশ; তৎ-মাত্রাণি—সূক্ষ্ম উপাদানসমূহ; চ—ও; তাবন্তি—এই সমস্ত; গন্ধ-আদীনি—গন্ধ ইত্যাদি (রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ), মতানি—অভিমত অনুসারে; মে—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

পাঁচটি স্থূল উপাদান হচ্ছে ভূমি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ। পাঁচটি সূক্ষ্ম উপাদান হচ্ছে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ।

শ্লোক ১৩

ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রং ত্বগ্‌দৃগ্‌রসননাসিকাঃ ।
বাক্করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম্ উচ্যতে ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; দশ—দশটি; শ্রোত্রম্—শ্রবণেন্দ্রিয়; ত্বক্—স্পর্শেন্দ্রিয়; দৃক্—দর্শনেন্দ্রিয়; রসন—স্বাদেন্দ্রিয়; নাসিকাঃ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; বাক্—বাগেন্দ্রিয়; করৌ—হস্তদ্বয়; চরণৌ—গমনেন্দ্রিয় (পদদ্বয়); মেঢ্রং—জননেন্দ্রিয়; পায়ুঃ—মল ত্যাগের ইন্দ্রিয়; দশম্—দশ; উচ্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের সংখ্যা দশ, যথা—শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বাদেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, বাগেন্দ্রিয়, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, জননেন্দ্রিয় এবং পায়ু।

শ্লোক ১৪

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্ ।
চতুর্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণরূপয়া ॥ ১৪ ॥

মনঃ—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **অহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার; **চিত্তম্**—চিত্ত; **ইতি**—এইভাবে; **অন্তঃ-আত্মকম্**—সূক্ষ্ম অন্তরেন্দ্রিয়; **চতুঃ-ধা**—চার প্রকার; **লক্ষ্যতে**—দেখা যায়; **ভেদঃ**—পার্থক্য; **বৃত্ত্যা**—তাদের কার্যকলাপের দ্বারা; **লক্ষণ-রূপয়া**—বিভিন্ন লক্ষণের দ্বারা।

অনুবাদ

সূক্ষ্ম অন্তরেন্দ্রিয় চার প্রকার, যথা—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কলুষিত চেতনা। তাদের বৃত্তি এবং লক্ষণ অনুসারেই কেবল তাদের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়।

তাৎপর্য

চারটি অন্তরেন্দ্রিয় বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে এখানে তাদের বিভিন্ন লক্ষণের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধ চেতনা যখন জড় কলুষের দ্বারা দূষিত হয়ে যায় এবং দেহাত্ম বুদ্ধি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় অহঙ্কারাচ্ছন্ন অবস্থা। চেতনা হচ্ছে আত্মার ক্রিয়া, অতএব চেতনার পিছনে আত্মা রয়েছে। চেতনা যখন জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় *অহঙ্কার*।

শ্লোক ১৫

এতাবানেব সঙ্খ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য হ ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ১৫ ॥

এতাবান্—এতখানি; **এব**—মাত্র; **সঙ্খ্যাতঃ**—গণনা করা হয়েছে; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মের; **স-গুণস্য**—জড় গুণ-সমন্বিত; **হ**—নিঃসন্দেহে; **সন্নিবেশঃ**—বিন্যাস; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রোক্তঃ**—বলা হয়েছে; **যঃ**—যা; **কালঃ**—কাল; **পঞ্চ-বিংশকঃ**—পঞ্চবিংশতি।

অনুবাদ

এই সকলকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম। এদের সমন্বয় সাধন করে যে কাল, তাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলে বিবেচনা করা হয়।

তাৎপর্য

বেদের বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মের অতীত আর কোন অস্তিত্ব নেই। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৩/১৪/১)। *বিষ্ণু পুরাণেও* বলা হয়েছে যে, আমরা যা কিছু দেখি তা *পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ*—সব কিছুই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মের শক্তির বিস্তার।

ব্রহ্ম যখন সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখন জড় জগতের প্রকাশ হয়, যাকে কখনও কখনও *সগুণ* ব্রহ্মও বলা হয়। এই ব্রহ্ম পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সমন্বিত। *নির্গুণ* ব্রহ্মে কোন জড় কলুষ নেই, অথবা চিৎ-জগতে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ নেই। *নির্গুণ* ব্রহ্মে কেবল শুদ্ধ সত্ত্ব রয়েছে। সাংখ্য দর্শনে *সগুণ* ব্রহ্মকে কাল সহ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সমন্বিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ ॥ ১৬ ॥

প্রভাবম্—প্রভাব; **পৌরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রাহুঃ**—বলা হয়েছে; **কালম্**—কাল; **একে**—কিছু; **যতঃ**—যার থেকে; **ভয়ম্**—ভয়; **অহঙ্কার-বিমূঢ়স্য**—অহঙ্কারের দ্বারা বিশেষভাবে মোহিত; **কর্তুঃ**—আত্মার; **প্রকৃতিম্**—জড়া প্রকৃতি; **ঈয়ুষঃ**—সংস্পর্শের ফলে।

অনুবাদ

ভগবানের প্রভাব কালে অনুভব করা যায়, যার ফলে জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে, অহঙ্কারের দ্বারা বিশেষভাবে মোহাচ্ছন্ন জীবেদের মৃত্যু-ভয় উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

দেহাত্ম বুদ্ধিজনিত অহঙ্কার জীবের মৃত্যু-ভয়ের কারণ। সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে। প্রকৃত পক্ষে চিন্ময় আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না, কিন্তু দেহাত্ম বুদ্ধিতে মগ্ন হওয়ার ফলে মৃত্যু-ভয় উৎপন্ন হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বলা হয়েছে (১১/২/৩৭), *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ*। *দ্বিতীয়* মানে হচ্ছে জড়, যা আত্মা থেকে ভিন্ন। জড় আত্মার গৌণ প্রকাশ, কেননা আত্মা থেকে জড়ের উৎপত্তি হয়েছে। ঠিক যেমন এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জড় উপাদানগুলি পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, ঠিক তেমনই শরীরও আত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই, জড় দেহকে বলা হয় *দ্বিতীয়*। যারা এই দ্বিতীয় তত্ত্ব বা আত্মার দ্বিতীয় প্রকাশে মগ্ন, তারা মৃত্যুর ভয়ে ভীত। কারও যখন পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, তিনি তাঁর শরীর নন, তখন আর মৃত্যু-ভয়ের কোন প্রশ্ন থাকে না, কেননা আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না।

আত্মা যদি চিন্ময় কার্যকলাপে বা ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত থাকেন, তখন তিনি জন্ম-মৃত্যুর স্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যান। তাঁর পরবর্তী স্তর হচ্ছে জড় দেহের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। মৃত্যু-ভয় কালের একটি ক্রিয়া, যা পরমেশ্বর ভগবানের প্রভাবের দ্যোতক। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কাল বিধ্বংসী। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তারই ধ্বংস হবে, যা কালের একটি ক্রিয়া। কাল ভগবানের প্রতিনিধি, এবং তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের অবশ্যই ভগবানের শরণাগত হতে হবে। কালরূপে ভগবান প্রতিটি বদ্ধ জীবের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, কেউ যদি তাঁর শরণাগত হয়, তা হলে আর জন্ম-মৃত্যুর সমস্যা থাকে না। তাই আমাদের এই কালকে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। তা পরবর্তী শ্লোকে আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭

প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্বিশেষস্য মানবি ।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ ॥ ১৭ ॥

প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির; **গুণ-সাম্যস্য**—তিন গুণের পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যতীত; **নির্বিশেষস্য**—বিশিষ্ট গুণ-রহিত; **মানবি**—হে মনুকন্যা; **চেষ্টা**—গতি; **যতঃ**—যাঁর থেকে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কালঃ**—কাল; **ইতি**—এইভাবে; **উপলক্ষিতঃ**—বর্ণনা করা হয়।

অনুবাদ

হে মাতঃ। হে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা। আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, প্রকৃতির সাম্য অব্যক্ত অবস্থা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, যাঁর থেকে সৃষ্টির শুরু হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা প্রধান সম্বন্ধে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবান বলেছেন যে, অব্যক্ত প্রকৃতি যখন ভগবানের ঈক্ষণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়, তখন তা নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করে। এই বিক্ষুব্ধ অবস্থার পূর্বে, প্রকৃতি ত্রিগুণের পারস্পরিক ক্রিয়া-রহিত সাম্য অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের

সংস্পর্শ ব্যতীত জড়া প্রকৃতি কোন প্রকার বৈচিত্র্য প্রকাশ করতে পারে না। সেই কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির সমস্ত প্রকাশের কারণ। তাঁর সম্পর্ক ব্যতীত জড়া প্রকৃতি কোন কিছুই করতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও এই সম্পর্কে একটি খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, ছাগলের গলস্তন স্তনের মতো বলে মনে হয়, কিন্তু তা থেকে দুধ পাওয়া যায় না। তেমনই জড় বৈজ্ঞানিকদের কাছে প্রতীত হয় যে, জড়া প্রকৃতি আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতীক কালরূপ চালক ব্যতীত তা কার্য করতে পারে না। কাল যখন প্রকৃতির সাম্য অবস্থাকে বিক্ষুব্ধ করে, তখন জড়া প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি প্রকাশ করতে শুরু করে। চরমে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সৃষ্টির কারণ। পুরুষের দ্বারা গর্ভসঞ্চার না হলে, স্ত্রী কখনও সন্তান উৎপাদন করতে পারে না, তেমনই কালরূপে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা গর্ভাধান না হওয়া পর্যন্ত, জড়া প্রকৃতি কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না অথবা প্রকাশ করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ ।
সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া ॥ ১৮ ॥

অন্তঃ—অন্তরে; **পুরুষ-রূপেণ**—পরমাত্মা রূপে; **কাল-রূপেণ**—কাল রূপে; **যঃ**—যিনি; **বহিঃ**—বাহ্য; **সমন্বেতি**—বিদ্যমান রয়েছেন; **এষঃ**—তিনি; **সত্ত্বানাম্**—সমস্ত জীবের; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

অন্তরে পরমাত্মারূপে অবস্থান করে এবং বাইরে কালরূপে বিরাজ করে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন, এবং এই সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* বিশ্লেষণ করা হয়েছে—জীবাত্মার নিকটে

অবস্থান করে, পরমাত্মা সাক্ষীরূপে কার্য করেন। বৈদিক শাস্ত্রের অন্যত্রও সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি পক্ষী অবস্থান করছে; তার মধ্যে একটি পক্ষী সাক্ষীরূপে সব কিছু দর্শন করছে, এবং অন্যটি সেই গাছের ফল খাচ্ছে। এই পুরুষ বা পরমাত্মা, যিনি জীবাত্মার দেহের অভ্যন্তরে বাস করেন, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৩/২৩) তাঁকে *উপদ্রষ্টা*, সাক্ষী এবং *অনুমন্তা*, বা অনুমোদন প্রদানকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বদ্ধ জীব পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির ব্যবস্থাপনায় প্রাপ্ত বিশেষ শরীরে সুখ এবং দুঃখভোগে লিপ্ত হয়। কিন্তু বদ্ধ জীবাত্মা থেকে পরমাত্মা ভিন্ন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* তাঁকে মহেশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি পরমাত্মা, জীবাত্মা নন। পরমাত্মা মানে হচ্ছে যিনি বদ্ধ জীবের কার্যকলাপ অনুমোদন করার জন্য তার পাশে বসে আছেন।

বদ্ধ জীব এই জড় জগতে আসে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার জন্য। যেহেতু কেউই পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কিছুই করতে পারে না, তাই তিনি জীবাত্মার সঙ্গে সাক্ষীরূপে এবং অনুমন্তারূপে থাকেন। তিনি ভোক্তাও; তিনি বদ্ধ জীবেদের পালন করেন এবং আশ্রয় প্রদান করেন।

জীব যেহেতু তার স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই ভগবান তাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। দুর্ভাগ্যবশত জীব যখন বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়, তখন সে ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়, কিন্তু যখনই সে তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন সে মুক্ত হয়ে যায়। বদ্ধ জীবের অতি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য তার তটস্থা শক্তির দ্বারা প্রদর্শিত হয়। সে যদি চায়, তা হলে সে পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যেতে পারে, এবং এই জড় জগতে সে অহঙ্কারাচ্ছন্ন হয়ে জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে পারে, কিন্তু সে যদি চায়, তা হলে সে ভগবানের সেবার প্রতি উন্মুখ হতে পারে। প্রত্যেক জীবকে সেই স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে। যখনই সে ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়, তখনই তার বদ্ধ জীবনের সমাপ্তি হয়, এবং তার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়, কিন্তু সে যদি তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করে, তা হলে তাকে এই জড় জগতে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু ভগবান এতই করুণাময় যে, তিনি পরমাত্মারূপে সর্বদাই বদ্ধ জীবেদের সঙ্গে থাকেন। জড় দেহের মাধ্যমে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করার ব্যাপারে ভগবানের কোন আগ্রহ নেই। তিনি জীবের সঙ্গে থাকেন কেবল অনুমন্তা রূপে এবং উপদ্রষ্টা রূপে, যাতে জীব তার সৎ অথবা অসৎ ফল প্রাপ্ত হতে পারে।

বদ্ধ জীবের দেহের বাইরে পরমেশ্বর ভগবান কালরূপে বিরাজ করেন। সাংখ্য দর্শন অনুসারে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব রয়েছে। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের আলোচনা

ইতিমধ্যেই করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে কাল তত্ত্বের সংযোগের ফলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হয়েছে। কোন কোন অভিজ্ঞ দার্শনিকদের মত অনুসারে পরমাত্মা হচ্ছেন ষড়বিংশতি তত্ত্ব।

শ্লোক ১৯

দৈবাৎক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্ ।
আধত্ত বীর্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ১৯ ॥

দৈবাৎ—বদ্ধ জীবের ভাগ্যক্রমে; **ক্ষুভিত**—ক্ষুব্ধ; **ধর্মিণ্যাম্**—যার গুণ সাম্য; **স্বস্যাম্**—তাঁর নিজের; **যোনৌ**—জড়া প্রকৃতির গর্ভে; **পরঃ পুমান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **আধত্ত**—আধান করেন; **বীর্যম্**—বীর্য (তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি); **সা**—তিনি (জড়া প্রকৃতি), **অসূত**—প্রসব করেন; **মহৎ-তত্ত্বম্**—সৃষ্টির সামগ্রিক বুদ্ধি; **হিরণ্ময়ম্**—হিরণ্ময় নামক।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতিতে ভগবান যখন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আধান করেন, তখন প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রসব করেন, যাকে বলা হয় হিরণ্ময়। জড়া প্রকৃতি যখন বদ্ধ জীবের অদৃষ্টের দ্বারা ক্ষোভিতা হন, তখন তা সংঘটিত হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির এই গর্ভাধান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* চতুর্দশ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। জড়া প্রকৃতির প্রকাশের আদি কারণ হচ্ছে মহত্তত্ত্ব বা সমস্ত বৈচিত্র্যের মূল উৎস। জড়া প্রকৃতির এই অংশ, যাকে বলা হয় *প্রধান* বা ব্রহ্ম, তাতে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বীর্যাধান করেন এবং তার ফলে প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের জীব প্রসব করেন। এই সম্পর্কে জড়া প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলা হয় কেননা তা পরা প্রকৃতির বিকৃত প্রতিবিম্ব।

বিষ্ণু পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীব পরা প্রকৃতি সম্ভূত। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি চিন্ময়, এবং জীবকে যদিও তটস্থা শক্তি বলা হয়, তবুও সে-ও চিন্ময়। জীব যদি চিন্ময় না হত, তা হলে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক প্রকৃতির গর্ভে তাদের এই আধানের বর্ণনা যথাযথ হত না। পরমেশ্বর ভগবানের বীর্যের দ্বারা এমন কিছুর আধান হয় না যা চিন্ময় নয়, কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে,

পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির গর্ভে তাঁর বীর্য আধান করেন। তার অর্থ হচ্ছে জীব তাঁর স্বরূপে চিন্ময়। গর্ভাধানের পর, জড়া প্রকৃতি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের সমস্ত জীব প্রসব করেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৪/৪) জড়া প্রকৃতিকে স্পষ্টভাবে *সর্বযোনিষু* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে যে, সমস্ত যোনি—দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, আদি যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তাদের সকলেরই মাতা হচ্ছেন জড়া প্রকৃতি, এবং বীজ প্রদানকারী পিতা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। সাধারণত দেখা যায় যে, পিতা সন্তানের জীবন দান করেন এবং মাতা তাকে শরীর দান করেন। জীবনের বীজ পিতা দান করলেও দেহটি বিকশিত হয় মাতৃগর্ভে। তেমনই, চিন্ময় জীবেদের জড়া প্রকৃতির গর্ভে আধান করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন প্রকারের শরীর দান করেন জড়া প্রকৃতি। চতুর্বিংশতি জড় তত্ত্বের সমন্বয়ের ফলে জীবনের প্রকাশ হয় বলে যে মতবাদ, তা এখানে সমর্থন করা হয়নি। জীবনী শক্তি সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে আসে, এবং তা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তাই, জড় বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা কখনই জীবনের সৃষ্টি হতে পারে না। জীবনী শক্তি আসে চিৎ-জগৎ থেকে এবং জড়া প্রকৃতির উপাদানের মিথষ্ক্রিয়ার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ২০

বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ ।
স্বতেজসাপিবত্তীব্রমাত্মপ্রস্বাপনং তমঃ ॥ ২০ ॥

বিশ্বম্—ব্রহ্মাণ্ড; **আত্ম-গতম্**—নিজের মধ্যে সন্নিহিত; **ব্যঞ্জন্**—প্রকাশ করে; **কূট-স্থঃ**—অপরিবর্তনীয়; **জগৎ-অঙ্কুরঃ**—সমগ্র জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ; **স্ব-তেজসা**—স্বীয় জ্যোতির দ্বারা; **অপিবৎ**—পান করেছেন; **তীব্রম্**—ঘনীভূত; **আত্ম-প্রস্বাপনম্**—যা মহত্তত্ত্বকে আবৃত করে রেখেছিল; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

এইভাবে, বৈচিত্র্য প্রকাশ করার পর, জ্যোতির্ময় মহত্তত্ত্ব, যার মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিহিত রয়েছে, যা সমগ্র জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ এবং প্রলয়ের সময় যা বিনষ্ট হয়ে যায় না, তা প্রলয়ের সময় তার জ্যোতিকে আবৃত করে যে তম, তাকে পান করেছিল অর্থাৎ লোপ করেছিল।

তাৎপর্য

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান নিত্য, আনন্দময় এবং জ্ঞানময়, তাই তাঁর বিভিন্ন শক্তিও সুপ্ত অবস্থায় নিত্য অবস্থান করে। যখন মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তা জড় অহঙ্কার প্রকাশ করে প্রলয়-কালীন যে-তম জগৎকে আবৃত করেছিল, তাকে গ্রাস করেছিল। এই সম্পর্কে আরও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। মানুষ রাত্রির অন্ধকারের দ্বারা আবৃত হয়ে, রাত্রিবেলায় নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু সে যখন সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন রাত্রির আবরণ, বা নিদ্রিত অবস্থার বিস্মৃতি দূর হয়ে যায়। তেমনই, প্রলয়কালীন রাত্রির পর যখন মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তখন জড়া প্রকৃতির বৈচিত্র্য প্রদর্শন করার জন্য জ্যোতির প্রকাশ হয়।

শ্লোক ২১

যত্তৎসত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্ ।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্ ॥ ২১ ॥

যৎ—যা; তৎ—তা; সত্ত্ব-গুণম্—সত্ত্বগুণ; স্বচ্ছম্—স্বচ্ছ; শান্তম্—শান্ত; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; পদম্—উপলব্ধির স্থান; যৎ—যা; আহুঃ—বলা হয়; বাসুদেব-আখ্যম্—বাসুদেব নামক; চিত্তম্—চিত্ত; তৎ—তা; মহৎ-আত্মকম্—মহত্তত্ত্বে প্রকাশিত।

অনুবাদ

সত্ত্বগুণ, যা স্বচ্ছ, শান্ত, ভগবৎ উপলব্ধির স্থান, এবং যাকে সাধারণত বাসুদেব বা চিত্ত বলা হয়, তা মহত্তত্ত্বে প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

বাসুদেব প্রকাশ বা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধির অবস্থাকে বলা হয় শুদ্ধ-সত্ত্ব। শুদ্ধ-সত্ত্বে অন্য গুণের, যথা রজ এবং তমোগুণের কোন রকম প্রভাব নেই। বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্ব্যূহরূপে ভগবানের বিস্তার হচ্ছেন—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। মহত্তত্ত্বের পুনরাবির্ভাবেও এই চতুর্ব্যূহের বিস্তার হয়। যিনি পরমাত্মারূপে অন্তরে বিরাজমান, তাঁর প্রথম বিস্তার হচ্ছেন বাসুদেব।

বাসুদেব অবস্থা হচ্ছে জড় বাসনার প্রভাব থেকে মুক্ত, এবং এই অবস্থায় জীব পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে, অথবা এইটি এমন একটি উদ্দেশ্য, যে-সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* অদ্ভুত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এইটি মহত্তত্ত্বের আর একটি রূপ। *বাসুদেব* বিস্তারকে কৃষ্ণভাবনামৃতও বলা হয়, কেননা তা জড় জগতের রজ এবং তমোগুণের সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত। জ্ঞানের এই শুদ্ধ অবস্থা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে সাহায্য করে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বাসুদেব* পদকে ক্ষেত্রজ্ঞও বলা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের জ্ঞাতা এবং পরম জ্ঞাতা। জীব যে-বিশেষ শরীরটি ধারণ করেছে, সে সেই শরীরটি সম্বন্ধে জানে, কিন্তু পরম জ্ঞাতা বাসুদেব কেবল কোন বিশেষ শরীর সম্বন্ধেই জানেন না, তিনি বিভিন্ন প্রকারের সমস্ত শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞও। শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনামৃতে অধিষ্ঠিত হতে হলে, বাসুদেবের আরাধনা করা অবশ্য কর্তব্য। বাসুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের একাকী অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু যখন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সাহচর্য ব্যতীত একাকী থাকেন, তখন তিনি বাসুদেব। যখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সঙ্গে থাকেন, তখন তিনি দ্বারকাধীশ। শুদ্ধ চেতনা বা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করতে হলে, বাসুদেবের আরাধনা করতে হয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও* ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর মানুষ বাসুদেবের শরণাগত হন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

অহঙ্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে, সঙ্কর্ষণের আরাধনা করতে হয়। শিবের মাধ্যমেও সঙ্কর্ষণের আরাধনা করা যায়। যে সমস্ত সাপ শিবের দেহে জড়িয়ে রয়েছেন, তাঁরা হচ্ছে সঙ্কর্ষণের প্রতীক, এবং শিব সর্বদাই সঙ্কর্ষণের ধ্যানে মগ্ন। যিনি যথার্থই শিবের পূজক, তিনি হচ্ছেন সঙ্কর্ষণের ভক্ত, এবং তিনি অহঙ্কার থেকে মুক্ত হতে পারেন। কেউ যদি মানসিক অশান্তি থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে অনিরুদ্ধের আরাধনা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে চন্দ্রলোকের পূজা করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। তেমনই, বুদ্ধিকে স্থির করতে হলে প্রদ্যুম্নের আরাধনা করতে হয়, যাঁকে ব্রহ্মার পূজার মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত বিষয় বৈদিক শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ ।
বৃত্তিভির্লক্ষণং প্রোক্তং যথাপাং প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২২ ॥

স্বচ্ছত্বম্—স্বচ্ছত্ব; **অবিকারিত্বম্**—সমস্ত বিকার থেকে মুক্ত; **শান্তত্বম্**—শান্তত্ব; **ইতি**—এইভাবে; **চেতসঃ**—চেতনার; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তিসমূহের দ্বারা; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **প্রোক্তম্**—বলা হয়; **যথা**—যেমন; **অপাম্**—জলের; **প্রকৃতিঃ**—স্বাভাবিক অবস্থা; **পরা**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্বের প্রকাশ হওয়ার পর, এই সমস্ত বৃত্তিগুলির একসাথে উদয় হয়। জল যেমন পৃথিবীর স্পর্শে আসার পূর্বে, তার স্বাভাবিক অবস্থায় স্বচ্ছ, মধুর এবং শান্ত থাকে, তেমনই শুদ্ধ চেতনার বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে শান্তত্ব, স্বচ্ছত্ব এবং অবিকারিত্ব।

তাৎপর্য

প্রথমে চেতনা শুদ্ধ বা কৃষ্ণভাবনাময় থাকে; সৃষ্টির ঠিক পরে চেতনা কলুষিত থাকে না। কিন্তু যতই জড় কলুষের দ্বারা চেতনা কলুষিত হতে থাকে, ততই চেতনা তমসাচ্ছন্ন হতে থাকে। শুদ্ধ চেতনায় জীব পরমেশ্বর ভগবানের কিঞ্চিৎ আভাস দর্শন করতে পারে। স্বচ্ছ, শান্ত, নির্মল জলে যেমন সব কিছু স্পষ্টভাবে দেখা যায়, তেমনই শুদ্ধ চেতনায় বা কৃষ্ণ-চেতনায়, যথাযথভাবে সব কিছু দর্শন করা যায়। তখন পরমেশ্বরের প্রতিবিম্ব এবং সেই সঙ্গে নিজের অস্তিত্বও দর্শন করা যায়। চেতনার এই অবস্থা অত্যন্ত সুখাবহ, স্বচ্ছ এবং শান্ত। শুরুতে জীবের চেতনা শুদ্ধ থাকে।

শ্লোক ২৩-২৪

মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্বাণাদ্ভগবদ্বীর্যসম্ভবাৎ ।
ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত ॥ ২৩ ॥
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ ।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ ভূতানাং মহতামপি ॥ ২৪ ॥

মহৎ-তত্ত্বাৎ—মহত্তত্ত্ব থেকে; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **ভগবৎ-বীর্য-সম্ভবাৎ**—ভগবানের স্বীয় শক্তি থেকে উদ্ভূত; **ক্রিয়া-শক্তিঃ**—সক্রিয় হওয়ার শক্তি-সমন্বিত; **অহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার; **ত্রি-বিধঃ**—তিন প্রকার; **সমপদ্যত**—উদ্ভূত হয়েছে; **বৈকারিকঃ**—সত্ত্বগুণের বিকারে অহঙ্কার; **তৈজসঃ**—রজোগুণে অহঙ্কার;

চ—এবং; **তামসঃ**—তমোগুণে অহঙ্কার; **চ**—ও; **যতঃ**—যার থেকে; **ভবঃ**—উৎস; **মনসঃ**—মনের; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়াণাম্** —জ্ঞান এবং কর্মেন্দ্রিয়ের; **চ**—এবং; **ভূতানাম্ মহতাম্**—পঞ্চ মহাভূতের; **অপি**—ও।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়, যা ভগবানের স্বীয় শক্তি থেকে উৎপন্ন। অহঙ্কার প্রধানত তিন প্রকার ক্রিয়াশক্তি সমন্বিত—বৈকারিক, তৈজস এবং তামস। এই তিন প্রকার অহঙ্কার থেকে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হয়।

তাৎপর্য

প্রারম্ভে, স্বচ্ছ চেতনা বা শুদ্ধ কৃষ্ণচেতনা থেকে প্রথম কলুষের উদ্ভব হয়। তাকে বলা হয় অহঙ্কার বা দেহাত্ম বুদ্ধি। জীব কৃষ্ণচেতনার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, কিন্তু তার তটস্থ স্বাধীনতা রয়েছে, যার ফলে সে কৃষ্ণকে ভুলে যেতে পারে। আদিতে শুদ্ধ কৃষ্ণচেতনা থাকে, কিন্তু তটস্থ স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারের ফলে, কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাস্তব জীবনে তা দেখা যায়। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে কেউ কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ তার মনোভাবের পরিবর্তন হয়। তাই, *উপনিষদে* বলা হয়েছে যে, পরমার্থ উপলব্ধির পথ ক্ষুরধারের মতো। এই উদাহরণটি অত্যন্ত উপযুক্ত। কেউ হয়তো খুব ধারালো একটি ক্ষুর দিয়ে খুব সুন্দরভাবে তার দাড়ি কাটছে, কিন্তু তার মন যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ গাল কেটে যাবে।

মানুষকে কেবল শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার স্তরে এলেই হবে না, তাকে অত্যন্ত সতর্কও থাকতে হবে। অমনোযোগী হলে বা অসাবধান হলে অধঃপতন হতে পারে। এই অধঃপতনের কারণ হচ্ছে অহঙ্কার। স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে, শুদ্ধ চেতনা থেকে অহঙ্কারের জন্ম হয়। শুদ্ধ চেতনা থেকে যে কেন অহঙ্কারের উদয় হয়, সেই সম্বন্ধে আমরা তর্ক করতে পারি না। প্রকৃত পক্ষে, তা হওয়ার সম্ভাবনা সর্বদাই রয়েছে, এবং তাই সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। সমস্ত জড় কার্যকলাপের মূল হচ্ছে অহঙ্কার। জড়া প্রকৃতির গুণে সেই সমস্ত জড় কার্যগুলি সম্পাদিত হয়। যখনই কেউ শুদ্ধ কৃষ্ণচেতনা থেকে বিচ্যুত হয়, তৎক্ষণাৎ সে কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জড় বন্ধনের কারণ হচ্ছে মন, এবং এই মন থেকে জড় ইন্দ্রিয় সমূহ প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ২৫

সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্‌যমনন্তং প্রচক্ষতে ।
সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ॥ ২৫ ॥

সহস্র-শিরসম্—সহস্র মস্তক-সমন্বিত; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **যম্**—যাঁকে; **অনন্তম্**—অনন্ত; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়; **সঙ্কর্ষণ-আখ্যম্**—সঙ্কর্ষণ নামক; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ ভগবান; **ভূত**—স্থূল উপাদানসমূহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ-ময়ম্**—মন-সমন্বিত।

অনুবাদ

সঙ্কর্ষণ নামক পুরুষ, যিনি হচ্ছেন সহস্র শির-সমন্বিত ভগবান অনন্তদেব, তিনি ত্রিবিধ অহঙ্কারের কারণ, যার থেকে ভূত, ইন্দ্রিয় এবং মনের উৎপত্তি হয়েছে।

শ্লোক ২৬

কর্তৃত্বং করণত্বং চ কার্যত্বং চেতি লক্ষণম্ ।
শান্তঘোরবিমূঢ়ত্বমিতি বা স্যাদহঙ্কৃতে ॥ ২৬ ॥

কর্তৃত্বম্—কর্তা হয়ে; **করণত্বম্**—কারণ হয়ে; **চ**—এবং; **কার্যত্বম্**—কার্য হয়ে; **চ**—ও; **ইতি**—এইভাবে; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **শান্ত**—শান্ত; **ঘোর**—সক্রিয়; **বিমূঢ়ত্বম্**—মূঢ় হয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **বা**—অথবা; **স্যাৎ**—হতে পারে; **অহঙ্কৃতেঃ**—অহঙ্কারের।

অনুবাদ

এই অহঙ্কারে কর্তৃত্ব, কারণত্ব এবং কার্যত্বের লক্ষণ রয়েছে। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের প্রভাব অনুসারে শান্তত্ব, ঘোরত্ব এবং বিমূঢ়ত্ব লক্ষণসমূহ তাতে প্রত্যক্ষ হয়।

তাৎপর্য

অহঙ্কার জড় জাগতিক ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাতে রূপান্তরিত হয়। কারণরূপে অহঙ্কার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়রূপে প্রদর্শিত হয়, এবং দেবতা ও ইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ের ফলে জড় বস্তুসমূহ উৎপন্ন হয়। জড় জগতে আমরা কত বস্তু উৎপাদন করছি, এবং তাকে বলা হয় সভ্যতার প্রগতি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সভ্যতার প্রগতি হচ্ছে অহঙ্কারের

প্রদর্শন। অহঙ্কারের প্রভাবে সমস্ত জড় বস্তুগুলি ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের সামগ্রীরূপে উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত জড় বস্তুর কৃত্রিম প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে হবে। মহান আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুর অনুতাপ করে বলেছেন যে, জীব যখন বাসুদেব-চেতনা বা কৃষ্ণভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়, তখন সে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। তিনি গেয়েছেন, *সৎ-সঙ্গ ছাড়ি' কইনু অসতে বিলাস/তে-কারণে লাগিল যে কর্ম-বন্ধ-ফাঁস*—"আমি অনিত্য জড় জগৎকে ভোগ করার জন্য শুদ্ধ চেতনার অবস্থা ত্যাগ করেছি; সেই কারণে আমি কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি।"

শ্লোক ২৭

বৈকারিকাদ্বিকুর্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়ত ।
যৎসঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বর্ততে কামসম্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

বৈকারিকাৎ—সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **মনঃ**—মন; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **অজায়ত**—উৎপন্ন হয়েছে; **যৎ**—যার; **সঙ্কল্প**—চিন্তাধারা; **বিকল্পাভ্যাম্**—এবং বিকল্পের দ্বারা; **বর্ততে**—হয়; **কাম-সম্ভবঃ**—বাসনার উদয়।

অনুবাদ

বৈকারিক অহঙ্কার থেকে আর এক প্রকার বিকার সংঘটিত হয়। তার থেকে মনের উদয় হয়, এবং মনের সঙ্কল্প এবং বিকল্প থেকে কামের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

মনের লক্ষণ হচ্ছে সঙ্কল্প এবং বিকল্প। বিভিন্ন প্রকার বাসনা থেকে এই সঙ্কল্প এবং বিকল্পের উদয় হয়। যা আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুকূল তা আমরা কামনা করি, এবং যা আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতিকূল তা আমরা ত্যাগ করি। মন কখনও স্থির থাকে না। কিন্তু সেই মনই যখন কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তখন তা স্থির হয়ে যায়। তা না হলে মন যতক্ষণ জড়-জাগতিক স্তরে থাকে, ততক্ষণ তা চঞ্চল, এবং তার এই সঙ্কল্প এবং বিকল্প অসৎ বা অনিত্য। বলা হয় যে, যার মন কৃষ্ণভাবনায় স্থির হয়নি, তার মন সর্বদাই সঙ্কল্প এবং বিকল্পের মধ্যে দোদুল্যমান থাকে। পুঁথিগত বিদ্যায় মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মন কৃষ্ণভাবনায় স্থির হচ্ছে, ততক্ষণ সে কেবল সঙ্কল্প এবং বিকল্প করবে, এবং কোন বিশেষ বিষয়ে তার মনকে কখনও স্থির করতে পারবে না।

শ্লোক ২৮

যদ্বিদুর্হ্যনিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকাণামধীশ্বরম্ ।
শারদেন্দীবরশ্যামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ ॥ ২৮ ॥

যৎ—যে মন; **বিদুঃ**—জ্ঞাত হয়; **হি**—নিঃসন্দেহে; **অনিরুদ্ধ-আখ্যম্**—অনিরুদ্ধ নামে; **হৃষীকাণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **অধীশ্বরম্**—পরম নিয়ন্ত্রক; **শারদ**—শরৎকালীন; **ইন্দীবর**—নীল পদ্মের মতো; **শ্যামম্**—নীলাভ; **সংরাধ্যম্**—যাঁকে পাওয়া যায়; **যোগিভিঃ**—যোগীদের দ্বারা; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

জীবের মন ইন্দ্রিয়সমূহের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ নামে পরিজ্ঞাত হয়। তাঁর অঙ্গকান্তি শরৎকালের নীল কমলের মতো বর্ণ-বিশিষ্ট। যোগীগণ ধীরে ধীরে তাঁকে প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যোগ-পদ্ধতিতে মনকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, এবং সেই মনের ঈশ্বর হচ্ছেন অনিরুদ্ধ। বর্ণনা করা হয়েছে যে, অনিরুদ্ধ চতুর্ভুজ, এবং তাঁর চার হাতে সুদর্শন চক্র, শঙ্খ, গদা এবং পদ্ম রয়েছে। বিষ্ণুর চব্বিশটি রূপ রয়েছে, এবং তাঁদের প্রতিটিরই ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* এই চব্বিশটি রূপের মধ্যে সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং বাসুদেবের বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগীগণ অনিরুদ্ধের আরাধনা করেন। শূন্যের ধ্যান করা কিছু মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনাকারীর উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত একটি আধুনিক পন্থা। এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃত যৌগিক ধ্যানের পন্থা হচ্ছে অনিরুদ্ধের রূপে মনকে একাগ্র করা। অনিরুদ্ধের ধ্যান করার ফলে সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ মানসিক চঞ্চলতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। মন যখন অনিরুদ্ধের উপর ধ্যানস্থ হয়, তখন ধীরে ধীরে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। তার ফলে যোগের চরম লক্ষ্য শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৯

তৈজসাত্তু বিকুর্বাণাদ্ বুদ্ধিতত্ত্বমভূৎসতি ।
দ্রব্যস্ফুরণবিজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণামনুগ্রহঃ ॥ ২৯ ॥

তৈজসাৎ—রজোগুণে অহঙ্কার থেকে; **তু**—তার পর; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **অভূৎ**—জন্ম গ্রহণ করেছে; **সতি**—হে সাধ্বী রমণী; **দ্রব্য**—দ্রব্য; **স্ফুরণ**—প্রকাশিত; **বিজ্ঞানম্**—নির্ণয় করে; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহকে; **অনুগ্রহঃ**—সহায়তা করে।

অনুবাদ

হে সতী! তৈজস অহঙ্কারের বিকারের ফলে, বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধির কার্য হচ্ছে দ্রব্য যখন গোচরীভূত হয়, তখন তাদের প্রকৃতি নিরূপণ করা, এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে সাহায্য করা।

তাৎপর্য

বুদ্ধি হচ্ছে কোন বস্তুকে বোঝার জন্য পার্থক্য নিরূপণ করার ক্ষমতা, এবং তা ইন্দ্রিয়গুলিকে মনোনয়ন করতেও সাহায্য করে। তাই বুদ্ধিকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু বলে মনে করা হয়। বুদ্ধির পূর্ণতা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে মগ্ন হওয়া। বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগের ফলে চেতনার প্রসার হয়, এবং চেতনার চরম বিস্তার হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

শ্লোক ৩০

সংশয়োঽথ বিপর্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ ।
স্বাপ ইত্যুচ্যতে বুদ্ধের্লক্ষণং বৃত্তিতঃ পৃথক্ ॥ ৩০ ॥

সংশয়ঃ—সন্দেহ; **অথ**—তখন; **বিপর্যাসঃ**—ভ্রান্ত জ্ঞান; **নিশ্চয়ঃ**—সঠিক জ্ঞান; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **এব**—ও; **চ**—এবং; **স্বাপঃ**—নিদ্রা; **ইতি**—এইভাবে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **লক্ষণম্**—লক্ষণ; **বৃত্তিতঃ**—তাদের কার্যের দ্বারা; **পৃথক্**—ভিন্ন।

অনুবাদ

সংশয়, ভ্রান্ত জ্ঞান, সঠিক জ্ঞান, স্মৃতি এবং নিদ্রা—পৃথক পৃথক বৃত্তিভেদে বুদ্ধির কয়েকটি লক্ষণ বলে কথিত হয়।

তাৎপর্য

সংশয় বুদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি; অন্ধের মতো কোন কিছু মেনে নেওয়া বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। তাই *সংশয়* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধির বিকাশের জন্য

প্রথমে সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু যখন যথাযথ সূত্র থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়, তখন সংশয় থাকা অনুকূল নয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন যে, মহাজনদের বাক্যে সন্দেহ করা বিনাশের কারণ।

পতঞ্জলির যোগসূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে—*প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্র-স্মৃত্যঃ*। বুদ্ধির দ্বারাই কেবল যথাযথভাবে বস্তুজ্ঞান হয়। বুদ্ধির দ্বারাই কেবল মানুষ জানতে পারে যে, সে তার শরীর কি না। জীব তার স্বরূপে চিন্ময়, না জড়, তা নির্ধারণের সূচনা হয় সন্দেহ থেকে। কেউ যখন তার প্রকৃত স্থিতি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর দেহকে তাঁর স্বরূপ বলে মনে করাটি ভুল। এইটি হচ্ছে *বিপর্যয়*। যখন ভ্রান্ত পরিচিতির ভুলটি ধরা পড়ে যায়, তখন সঠিক পরিচিতি জানতে পারা যায়। সঠিক জ্ঞানকে এখানে *নিশ্চয়ঃ* বা প্রমাণিত ব্যবহারিক জ্ঞান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ব্যবহারিক জ্ঞান তখনই লাভ হয়, যখন মিথ্যা জ্ঞান কি তা বোঝা যায়। ব্যবহারিক বা প্রমাণিত জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বুঝতে পারে যে, সে তার স্বরূপে তার দেহ নয়, সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা।

স্মৃতি মানে 'স্মরণ শক্তি', এবং *স্বাপ* মানে 'নিদ্রা'। বুদ্ধিকে কার্যকরী রাখার জন্য নিদ্রারও প্রয়োজন। যদি নিদ্রা না হয়, তা হলে মস্তিষ্ক ঠিক মতো কার্য করে না। *ভগবদ্গীতায়* বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা ভোজন, নিদ্রা এবং শরীরের অন্যান্য আবশ্যকতাগুলি সমুচিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁরা যোগ-ক্রিয়ায় অত্যন্ত সফল হন। এইগুলি বুদ্ধির বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নের কয়েকটি বিচার, যা পতঞ্জলির যোগ-পদ্ধতি এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* কপিলদেবের সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩১

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ ।
প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা ॥ ৩১ ॥

তৈজসানি—রাজস অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **এব**—নিশ্চয়ই; **ক্রিয়া**—কর্ম; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বিভাগশঃ**—অনুসারে; **প্রাণস্য**—প্রাণের; **হি**—নিশ্চয়ই; **ক্রিয়া-শক্তিঃ**—কর্মেন্দ্রিয়সমূহ; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **বিজ্ঞান-শক্তিতা**—জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ।

অনুবাদ

তৈজস অহঙ্কার থেকে দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়—জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয় প্রাণশক্তির উপর আশ্রিত, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধির উপর আশ্রিত।

তাৎপর্য

পূর্বের শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, বৈকারিক অহঙ্কার থেকে মনের উদ্ভব হয়, এবং মনের কার্য হচ্ছে বাসনা অনুসারে সঙ্কল্প এবং বিকল্প করা। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি তৈজস অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত। মন এবং বুদ্ধির মধ্যে সেইটি হচ্ছে পার্থক্য। মন বৈকারিক অহঙ্কারজাত, এবং বুদ্ধি তৈজস অহঙ্কারজাত। কোন বস্তু গ্রহণ করার বাসনা (সঙ্কল্প) এবং কোন বস্তু ত্যাগ করার বাসনা (বিকল্প) মনের দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি। মন যেহেতু সত্ত্বগুণ থেকে উদ্ভূত, তাই তাকে যদি মনের অধীশ্বর অনিরুদ্ধের উপর নিবদ্ধ করা হয়, তা হলে মনকে কৃষ্ণভাবনায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করার বাসনাই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। জীবের চেতনা যখনই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখনই তা জড়ের দ্বারা কলুষিত হয়ে পড়ে। তাই বাসনাকে পবিত্র করার প্রয়োজন। শুরুতে চেতনাকে পবিত্র করার পন্থা হচ্ছে গুরুদেবের আদেশ পালন করা, কেননা গুরুদেব জানেন কিভাবে তাঁর শিষ্যের বাসনাকে কৃষ্ণভক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। বুদ্ধি সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা রজোগুণ থেকে উৎপন্ন। অভ্যাসের দ্বারা সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, এবং ভগবানের শরণাগত হওয়ার দ্বারা অথবা মনকে পরমেশ্বর ভগবানে স্থির করার দ্বারা একজন অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তি বা মহাত্মায় পরিণত হতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে *স মহাত্মা সুদুর্লভ*—"এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।"

এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হয়েছে যে, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়, উভয়ই তৈজস অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত। যেহেতু জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের শক্তির প্রয়োজন, তাই প্রাণশক্তি এবং জীবনী শক্তিও তৈজস অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত। বাস্তবিকভাবে আমরা দেখতে পাই যে, যারা অত্যন্ত রাজসিক তারা অতি শীঘ্রই জড়-জাগতিক ব্যাপারে উন্নতি সাধন করতে পারে। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কেউ জড়-জাগতিক বিষয় অর্জনে কাউকে অনুপ্রাণিত করতে চায়, তা হলে তাকে যৌন জীবনে উৎসাহিত করতে হবে। আমরা স্বাভাবিকভাবেই দেখতে পাই যে, যারা যৌন জীবনের প্রতি আসক্ত, তারা জড়-জাগতিক বিষয়েও অত্যন্ত উন্নত,

কেননা যৌন জীবন বা রাজসিক জীবন জড়-জাগতিক সভ্যতার উন্নতি সাধনে অনুপ্রেরণা জুগায়। যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের জন্য রজোগুণের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। তাঁদের জীবনে কেবল সত্ত্বগুণের প্রাধান্য। আমরা দেখতে পাই যে, যারা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত তারা জাগতিক দৃষ্টিতে দরিদ্র, কিন্তু যাঁদের চক্ষু রয়েছে, তাঁরা দেখতে পায় কারা অধিক মহৎ। কৃষ্ণভক্তকে জড়-জাগতিক বিচারে দরিদ্র বলে মনে হলেও, তিনি প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র নন, কিন্তু যে ব্যক্তির কৃষ্ণভক্তিতে রুচি নেই অথচ তার জড়-জাগতিক বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে তাকে খুব সুখী বলে মনে হলেও, প্রকৃত পক্ষে সে দরিদ্র। যারা জড় চেতনার দ্বারা বিমোহিত, তাদের জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিভিন্ন বস্তু আবিষ্কারে তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে এবং পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ হয়ে যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি।

শ্লোক ৩২

তামসাচ্চ বিকুর্বাণাদ্ভগবদ্বীর্যচোদিতাৎ।
শব্দমাত্রমভূত্তস্মান্নভঃ শ্রোত্রং তু শব্দগম্ ॥ ৩২ ॥

তামসাৎ—তামসিক অহঙ্কার থেকে; **চ**—এবং; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **ভগবৎ-বীর্য**—পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা; **চোদিতাৎ**—প্রেরিত; **শব্দ-মাত্রম্**—শব্দ তন্মাত্র; **অভূৎ**—প্রকাশিত হয়েছিল; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **নভঃ**—আকাশ; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **তু**—তখন; **শব্দ-গম্**—যা শব্দ গ্রহণ করে।

অনুবাদ

তামস অহঙ্কার যখন পরমেশ্বর ভগবানের বীর্যের দ্বারা উত্তেজিত হয়, তখন শব্দ-তন্মাত্রের প্রকাশ হয়, এবং শব্দ থেকে আকাশ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সমস্ত বস্তুগুলি তামস অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন। এই শ্লোকটি থেকে এও বোঝা যায় যে, তামস অহঙ্কারের বিকারের ফলে প্রথমে শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, যা আকাশের সূক্ষ্ম রূপ। *বেদান্ত-সূত্রেও* বলা হয়েছে যে, শব্দই সমস্ত জড় বস্তুর মূল উৎস, এবং শব্দের দ্বারা জগৎকে বিনাশ

করা সম্ভব। *অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ*-এর অর্থ হচ্ছে 'শব্দের দ্বারা মুক্তি'। শব্দ থেকে সমগ্র জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এবং শব্দও ভববন্ধন সমাপ্ত করতে পারে, যদি তার বিশিষ্ট শক্তি থাকে। যে বিশেষ শব্দ তা করতে সক্ষম, তা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের দিব্য তরঙ্গ। জড় শব্দ থেকে আমাদের ভববন্ধনের সূত্রপাত হয়েছে। এখন আমাদের চিন্ময় উপলব্ধির দ্বারা তাকে শুদ্ধ করতে হবে। চিৎ-জগতেও শব্দ রয়েছে। আমরা যদি সেই শব্দ প্রাপ্ত হই, তা হলে আমাদের পারমার্থিক জীবন শুরু হয়, এবং তখন আমাদের পারমার্থিক প্রগতির জন্য অন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই আমরা পেতে পারি। আমাদের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শব্দ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য সমস্ত জড় বস্তুর সৃষ্টির আদি কারণ। তেমনই, শব্দ যদি শুদ্ধ করা যায়, তা হলে আমাদের পারমার্থিক আবশ্যকতার পূর্তিও সেই শব্দ থেকে উৎপন্ন হতে পারে।

এখানে বলা হয়েছে যে, শব্দ থেকে আকাশের প্রকাশ হয়েছে, এবং আকাশ থেকে বায়ুর প্রকাশ হয়েছে। শব্দ থেকে আকাশের উদ্ভব হয় কি করে, আকাশ থেকে বায়ুর উদ্ভব হয় কি করে, এবং বায়ু থেকে কিভাবে অগ্নির প্রকাশ হয়, তা পরে ব্যাখ্যা করা হবে। শব্দ হচ্ছে আকাশের কারণ, এবং আকাশ হচ্ছে *শ্রোত্রম্* বা কর্ণের কারণ। জ্ঞান আহরণের প্রথম ইন্দ্রিয় হচ্ছে কর্ণ। জড় অথবা চিন্ময়, যে-কোন জ্ঞান অর্জন করতে হয় শ্রবণের দ্বারা। তাই *শ্রোত্রম্* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক জ্ঞানকে বলা হয় *শ্রুতি*, শ্রবণের দ্বারা জ্ঞান আহরণ করতে হয়। শ্রবণের দ্বারাই কেবল আমরা জড় অথবা চিন্ময় আনন্দ লাভ করতে পারি।

জড় জগতে আমরা কেবল শ্রবণের দ্বারাই জড় সুখভোগের নানা প্রকার বস্তু নির্মাণ করি। সেইগুলি রয়েছে, কিন্তু কেবল শ্রবণের দ্বারাই সেইগুলিকে রূপান্তরিত করা যায়। আমরা যদি একটি অতি উচ্চ গগনচুম্বী গৃহ নির্মাণ করতে চাই, তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের তা সৃষ্টি করতে হয়। সেই গগনচুম্বী বাড়িটির সমস্ত উপাদান—কাঠ, ধাতু, মাটি ইত্যাদি সবই রয়েছে, কিন্তু শ্রবণের দ্বারা আমরা সেই সমস্ত পূর্বসৃষ্ট জড় উপাদানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করি এবং কিভাবে তাদের ব্যবহার করতে হয় তা জানতে পারি। উৎপাদনের জন্য আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নতিও শ্রবণেরই ফল, এবং তেমনই উপযুক্ত সূত্র থেকে শ্রবণের দ্বারা পারমার্থিক কার্যকলাপের অনুকূল ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়। অর্জুন ছিলেন দেহাত্ম-বুদ্ধিতে যুক্ত একজন ঘোর জড়বাদী, এবং সেই অত্যন্ত তীব্র দেহাত্ম-বুদ্ধির ফলে তিনি পীড়িত ছিলেন। কিন্তু কেবল মাত্র শ্রবণের দ্বারা অর্জুন কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং তার উৎপত্তি হয় আকাশ

থেকে। শ্রবণের দ্বারাই কেবল আমরা পূর্ব থেকে বিদ্যমান রয়েছে যে সমস্ত বস্তু, তার যথাযথ ব্যবহার করতে পারি। জড় বস্তুর মতো চিন্ময় বস্তুর উপযোগিতাও শ্রবণের মাধ্যমে যথাযথভাবে সম্ভব। তবে আমাদের অবশ্যই শ্রবণ করতে হবে উপযুক্ত চিন্ময় উৎস থেকে।

শ্লোক ৩৩

অর্থাশ্রয়ত্বং শব্দস্য দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেব চ ।
তন্মাত্রত্বং চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৩৩ ॥

অর্থ-আশ্রয়ত্বম্—যা কোন বস্তুর অর্থ বহন করে; **শব্দস্য**—শব্দের; **দ্রষ্টুঃ**—বক্তার; **লিঙ্গত্বম্**—যা অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে; **এব**—ও; **চ**—এবং; **তৎ-মাত্রত্বম্**—সূক্ষ্ম উপাদান; **চ**—এবং; **নভসঃ**—আকাশের; **লক্ষণম্**—সংজ্ঞা; **কবয়ঃ**—বিদ্বান ব্যক্তি; **বিদুঃ**—জানেন।

অনুবাদ

পণ্ডিতগণ এবং যাঁদের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে, তাঁরা বস্তুর অর্থবাচক এবং বক্তার উপস্থিতির ইঙ্গিতকারী আকাশের সূক্ষ্মরূপ বলে শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আমরা যখনই শ্রবণের কথা বলি, তখন অবশ্যই একজন বক্তা থাকবেন; বক্তা ব্যতীত শ্রবণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই বৈদিক জ্ঞান, যাকে *শ্রুতি* বলা হয়, অর্থাৎ যা শ্রবণ করার দ্বারা গ্রহণ করা হয়, তাকে *অপৌরুষেয়*-ও বলা হয়। *অপৌরুষেয়* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যা জড় জগতের কোন ব্যক্তির দ্বারা উক্ত হয়নি'। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই বলা হয়েছে—*তেনে ব্রহ্ম হৃদা*। শব্দ ব্রহ্ম বা বেদ প্রথমে আদি কবি (*আদি-কবয়ে*) ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রদান করা হয়েছিল। তিনি বিদ্বান হলেন কি করে? বিদ্যা মানেই হচ্ছে, সেখানে একজন বক্তা রয়েছে এবং শ্রবণের পন্থা রয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মা ছিলেন প্রথম সৃষ্ট জীব। তাঁর কাছে তা হলে কে বলেছিলেন? যেহেতু সেখানে কেউ ছিলেন না, তা হলে তাঁকে সেই জ্ঞান প্রদানকারী গুরু কে ছিলেন? সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনিই তাঁর হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। বৈদিক জ্ঞানের আদি বক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই তা জড়-জাগতিক জ্ঞানের সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত। জড়-জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ। আমরা

যদি কোন বদ্ধ জীবের কাছ থেকে কিছু শ্রবণ করি, তা হলে তা ভুল-ত্রুটিতে পূর্ণ থাকে। সমস্ত জড়-জাগতিক তথ্য ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব এবং বিপ্রলিপ্সা দ্বারা কলুষিত। কিন্তু বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছেন পরমেশ্বর ভগবান, যিনি জড় সৃষ্টির অতীত, এবং যিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ। আমরা যদি সেই বৈদিক জ্ঞান গুরু-পরম্পরার ধারায় ব্রহ্মার কাছ থেকে প্রাপ্ত হই, তা হলে আমরা পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারি।

আমরা যে শব্দ শুনি, সেই প্রতিটি শব্দের পেছনে একটি অর্থ রয়েছে। যখনই আমরা 'জল' শব্দটি শুনি, তখন সেই শব্দটির পেছনে একটি পদার্থ জল থাকে। তেমনই, যখনই আমরা 'ভগবান' শব্দটি শুনি, তার একটি অর্থ রয়েছে। আমরা যদি 'ভগবান' শব্দটির অর্থ এবং বিশ্লেষণ স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে লাভ করতে পারি, তা হলে পূর্ণরূপে তা জানা যায়। *ভগবদ্গীতা* যা হচ্ছে ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান, তা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বলেছিলেন। সেইটি হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞান। মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনাকারী অথবা তথাকথিত দার্শনিকেরা, যারা ভগবান সম্বন্ধে গবেষণা করছে, তারা কখনই ভগবানকে জানতে পারবে না। স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে প্রথমে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন যে ব্রহ্মা, তাঁর পরম্পরার ধারায় ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। গুরু-পরম্পরার ধারায় মহাজনদের কাছ থেকে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করার মাধ্যমে আমরা ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

যখনই দর্শনের কথা বলা হয়, তখন অবশ্যই সেখানে রূপ রয়েছে। আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভূতির শুরু হয় আকাশ থেকে। আকাশ থেকে রূপের সূচনা হয়। এবং আকাশ থেকে অন্যান্য রূপের উদ্ভব হয়। তাই আকাশ থেকে জ্ঞানের বিষয় এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতি শুরু হয়।

শ্লোক ৩৪

ভূতানাং ছিদ্রদাতৃত্বং বহিরন্তরমেব চ ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মধিষ্ণ্যত্বং নভসো বৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৩৪ ॥

ভূতানাম্—সমস্ত জীবেদের; **ছিদ্র-দাতৃত্বম্**—অবকাশ প্রদান; **বহিঃ**—বাহ্য; **অন্তরম্**—আভ্যন্তরীণ; **এব**—ও; **চ**—এবং; **প্রাণ**—প্রাণ-বায়ুর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **আত্ম**—এবং মন; **ধিষ্ণ্যত্বম্**—কর্মক্ষেত্র হওয়ার ফলে; **নভসঃ**—আকাশের; **বৃত্তি**—কার্য; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

আকাশের কার্য এবং লক্ষণ হচ্ছে সমস্ত প্রাণীদের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ অস্তিত্বের স্থান এবং অবকাশ প্রদান করা, যথা—প্রাণবায়ু, ইন্দ্রিয় এবং মনের কার্যক্ষেত্র হওয়া।

তাৎপর্য

মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ অথবা জীবাত্মাকে খালি চোখে দেখা না গেলেও তাদের রূপ রয়েছে। আকাশের সূক্ষ্ম অস্তিত্বে রূপ আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং আভ্যন্তরীণভাবে তা শরীরের ধমনী এবং প্রাণ-বায়ুর সঞ্চালনের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। বাহ্যিকভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের অদৃশ্য রূপ রয়েছে। অদৃশ্য বিষয়ের উৎপত্তি আকাশের বাহ্যিক ক্রিয়া, এবং প্রাণ-বায়ুর এবং রক্তের সঞ্চালন হচ্ছে তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া। আকাশের যে সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে তা টেলিভিশনের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, এবং আকাশতত্ত্বের ক্রিয়ার দ্বারা রূপ বা ছবিকে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে প্রেরণ করা যায়। সেই তত্ত্ব এখানে খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই শ্লোকটি এক মহান বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ আধার, কেননা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিভাবে আকাশ থেকে সূক্ষ্ম রূপের উৎপত্তি হয়, তাদের লক্ষণ এবং কার্য কি প্রকার, এবং কিভাবে বায়ু, অগ্নি, জল, এবং মাটি—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানগুলি সূক্ষ্ম রূপ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মনের ক্রিয়া বা চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা—এইগুলিও আকাশের স্তরের কার্যকলাপ। *ভগবদ্গীতার* বাণী অনুসারে, মৃত্যুর সময়ে যেই প্রকার মানসিক স্থিতি হয়, তার ভিত্তিতে পরবর্তী জন্ম লাভ হয়, তাও এই শ্লোকে সমর্থিত হয়েছে। সূক্ষ্ম রূপ থেকে স্থূল উপাদানে পর্যবসিত হওয়ার ফলে কিংবা জড়-জাগতিক কলুষের ফলে, সুযোগ পাওয়া মাত্রই মানসিক স্তরের ঘটনাসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তরে রূপান্তরিত হয়।

শ্লোক ৩৫

নভসঃ শব্দতন্মাত্রাৎকালগত্যা বিকুর্বতঃ ।
স্পর্শোঽভবত্ততো বায়ুস্ত্বক্ স্পর্শস্য চ সংগ্রহঃ ॥ ৩৫ ॥

নভসঃ—আকাশ থেকে; **শব্দ-তন্মাত্রাৎ**—সূক্ষ্ম শব্দ থেকে যার উদ্ভব হয়; **কাল-গত্যা**—কালের গতিতে; **বিকুর্বতঃ**—বিকার প্রাপ্ত; **স্পর্শঃ**—সূক্ষ্ম স্পর্শতত্ত্ব;

অভবৎ—উৎপন্ন হয়েছে; ততঃ—তা থেকে; বায়ুঃ—বায়ু; ত্বক্—স্পর্শেন্দ্রিয়; স্পর্শস্য—স্পর্শের; চ—এবং; সংগ্রহঃ—অনুভব।

অনুবাদ

শব্দ থেকে উদ্ভূত আকাশ কালের গতির প্রভাবে বিকার প্রাপ্ত হয়ে, তা থেকে স্পর্শ-তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, এবং তা থেকে বায়ু এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

কালের গতির প্রভাবে সূক্ষ্ম রূপ স্থূল রূপে রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে আকাশ থেকে স্পর্শ-তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। স্পর্শের বিষয় এবং ত্বগেন্দ্রিয় কালের গতিতে উৎপন্ন হয়। শব্দ হচ্ছে জড় জগতে প্রদর্শিত প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এবং শব্দের অনুভূতি থেকে স্পর্শের অনুভূতি হয়, এবং স্পর্শের অনুভূতি থেকে দর্শনের অনুভূতি হয়। এইভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিগুলি ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়।

শ্লোক ৩৬

মৃদুত্বং কঠিনত্বং চ শৈত্যমুষ্ণত্বমেব চ ।
এতৎস্পর্শস্য স্পর্শত্বং তন্মাত্রত্বং নভস্বতঃ ॥ ৩৬ ॥

মৃদুত্বম্—কোমলতা; কঠিনত্বম্—কঠোরতা; চ—এবং; শৈত্যম্—শীতলতা; উষ্ণত্বম্—উষ্ণতা; এব—ও; চ—এবং; এতৎ—এই; স্পর্শস্য—স্পর্শ-তন্মাত্রের; স্পর্শত্বম্—লক্ষণ; তৎ-মাত্রত্বম্—সূক্ষ্মরূপ; নভস্বতঃ—বায়ুর।

অনুবাদ

কোমলতা, কঠোরতা, শীতলতা এবং উষ্ণতা—এইগুলি স্পর্শের লক্ষণ। এই স্পর্শ হচ্ছে বায়ুর তন্মাত্র।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়ানুভূতি হচ্ছে রূপের প্রমাণ। বাস্তবিক পক্ষে দুইটি ভিন্নভাবে বস্তুর অনুভূতি হয়। হয় কোমল নয়তো কঠিন, হয় ঠাণ্ডা নয় গরম, ইত্যাদি। তগেন্দ্রিয়ের এই অনুভূতি আকাশ থেকে উৎপন্ন বায়ুর ক্রিয়ার পরিণতি।

শ্লোক ৩৭

চালনং ব্যূহনং প্রাপ্তির্নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ ।
সর্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং বায়োঃ কর্মাভিলক্ষণম্ ॥ ৩৭ ॥

চালনম্—আন্দোলন; **ব্যূহনম্**—মিশ্রণ; **প্রাপ্তিঃ**—সংযোগ; **নেতৃত্বম্**—বহন করে নিয়ে যাওয়া; **দ্রব্য-শব্দয়োঃ**—দ্রব্য এবং শব্দ কণিকা; **সর্ব-ইন্দ্রিয়াণাম্**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; **আত্মত্বম্**—যথাযথভাবে কার্য করায়; **বায়োঃ**—বায়ুর; **কর্ম**—ক্রিয়ার দ্বারা; **অভিলক্ষণম্**—বিশেষ লক্ষণ।

অনুবাদ

আন্দোলন, মিশ্রণ, শব্দ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয়ের প্রতি সংযোগ করা এবং অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাযথভাবে কার্য করানোর মাধ্যমে বায়ুর ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়।

তাৎপর্য

বৃক্ষের শাখা যখন আন্দোলিত হয় অথবা মাটিতে পড়ে থাকা শুষ্ক পত্র যখন একত্রিত হতে দেখা যায়, তখন আমরা বায়ুর ক্রিয়া অনুভব করতে পারি। তেমনই, বায়ুর ক্রিয়ার ফলেই দেহ গতিশীল হয়, এবং যখন বায়ুর সঞ্চলন প্রতিহত হয়, তখন নানা রকম রোগ দেখা দেয়। পক্ষাঘাত, স্নায়বিক রোগ, উন্মাদ রোগ আদি বহু প্রকার রোগের প্রকৃত কারণ হচ্ছে বায়ুর অপর্যাপ্ত সঞ্চলন। আয়ুর্বেদীয় প্রথায় এই সমস্ত রোগের শুশ্রূষা করা হয় বায়ুর সঞ্চলনের ভিত্তিতে। কেউ যদি প্রথম থেকেই বায়ুর সঞ্চলনের প্রক্রিয়ার প্রতি সচেতন থাকেন, তা হলে এই সমস্ত রোগ হতে পারে না। *আয়ুর্বেদ* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ নানা প্রকার ক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে কেবল বায়ুর প্রভাবে, এবং যখনই বায়ুর সঞ্চলনে বিঘ্ন ঘটে, তখন আর এই সমস্ত ক্রিয়াগুলি সংঘটিত হতে পারে না। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*নেতৃত্বং দ্রব্যশব্দয়োঃ*। কার্যের উপর আমাদের প্রভুত্ব বায়ুর প্রভাবেই হয়ে থাকে। বায়ুর সঞ্চলন যদি ব্যাহত হয়, তা হলে শোনা সত্ত্বেও আমরা সেই স্থানে যেতে পারি না। কেউ যদি আমাদের ডাকে, তা হলে আমরা সেই শব্দ শুনতে পাই বায়ুর সঞ্চরণের ফলে, এবং আমরা সেই শব্দের কাছে বা যেই স্থান থেকে সেই শব্দ আসছে সেখানে যেতে পারি। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এইগুলি হচ্ছে বায়ুর গতি। গন্ধ আঘ্রাণ করার ক্ষমতাও বায়ুর প্রভাবেই হয়ে থাকে।

শ্লোক ৩৮

বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাদ্রূপং দৈবেরিতাদভূৎ ।
সমুত্থিতং ততস্তেজশ্চক্ষু রূপোপলম্ভনম্ ॥ ৩৮ ॥

বায়োঃ—বায়ু থেকে; **চ**—এবং; **স্পর্শ-তন্মাত্রাৎ**—স্পর্শ-তন্মাত্র থেকে উৎপন্ন; **রূপম্**—রূপ; **দৈব-ঈরিতাৎ**—দৈব কর্তৃক প্রেরিত; **অভূৎ**—উদ্ভূত হয়েছে; **সমুত্থিতম্**—উত্থিত হয়েছে; **ততঃ**—তার থেকে; **তেজঃ**—অগ্নি; **চক্ষুঃ**—দর্শনেন্দ্রিয়; **রূপ**—রঙ এবং রূপ; **উপ-লম্ভনম্**—দর্শন করে।

অনুবাদ

বায়ু এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে, দৈবের প্রভাবে রূপের উৎপত্তি হয়। এই রূপের বিকাশের ফল-স্বরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়, এবং দর্শনেন্দ্রিয় বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন রূপ দর্শন করে।

তাৎপর্য

দৈব, স্পর্শ অনুভূতি, বায়ুর মিথষ্ক্রিয়া এবং আকাশ থেকে উৎপন্ন মনের স্থিতির ফলে, তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে একজন জড় দেহ প্রাপ্ত হয়। জীব যে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তার অদৃষ্ট অনুসারে এবং বায়ু ও মানসিক স্থিতির মিথষ্ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন যে দৈব তার আয়োজন অনুসারে, জীবের দেহের পরিবর্তন হয়। রূপ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের ইন্দ্রিয় অনুভূতির মিশ্রণ। সমস্ত পূর্ব নির্ধারিত কর্ম মানসিক স্থিতি এবং বায়ুর মিথষ্ক্রিয়াজনিত পরিকল্পনা।

শ্লোক ৩৯

দ্রব্যাকৃতিত্বং গুণতা ব্যক্তিসংস্থাত্বমেব চ ।
তেজস্ত্বং তেজসঃ সাধ্বি রূপমাত্রস্য বৃত্তয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

দ্রব্য—দ্রব্যের; **আকৃতিত্বম্**—আকৃতি; **গুণতা**—গুণ; **ব্যক্তি-সংস্থাত্বম্**—ব্যক্তিত্ব; **এব**—ও; **চ**—এবং; **তেজস্ত্বম্**—জ্যোতি; **তেজসঃ**—অগ্নির; **সাধ্বি**—হে সতী; **রূপ-মাত্রস্য**—রূপ-তন্মাত্রের; **বৃত্তয়ঃ**—লক্ষণ।

অনুবাদ

হে মাতঃ। আকৃতি, গুণ এবং ব্যক্তিত্বের দ্বারা রূপের বৃত্তি বোঝা যায়। অগ্নির রূপ তার জ্যোতির দ্বারা উপলব্ধ হয়।

তাৎপর্য

আমরা যে রূপ দর্শন করি, তার বিশেষ আকৃতি এবং লক্ষণ রয়েছে। একটি বিশেষ বস্তুর গুণ সেই বস্তুর উপযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু শব্দের রূপ স্বতন্ত্র। যে সমস্ত রূপ অদৃশ্য তাদের কেবল স্পর্শের দ্বারা জানা যায়; সেইটি হচ্ছে অদৃশ্য রূপের স্বতন্ত্র অনুভূতি। দৃশ্য রূপ উপলব্ধ হয় তাদের বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণের দ্বারা। কোন দ্রব্যের গঠন তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া থেকে জানা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, লবণকে জানা যায় তার স্বাদের দ্বারা, তেমনই চিনিকে চেনা যায় তার মিষ্টি স্বাদের দ্বারা। স্বাদ এবং গুণগত গঠন দ্রব্যের রূপ হৃদয়ঙ্গম করার প্রধান উপায়।

শ্লোক ৪০

দ্যোতনং পচনং পানমদনং হিমমর্দনম্ ।
তেজসো বৃত্তয়স্ত্বেতাঃ শোষণং ক্ষুত্তৃড়েব চ ॥ ৪০ ॥

দ্যোতনম্—প্রকাশ; **পচনম্**—রন্ধন, পরিপাক; **পানম্**—পান; **অদনম্**—ভক্ষণ; **হিম-মর্দনম্**—শীতলতা বিনাশকারী; **তেজসঃ**—অগ্নির; **বৃত্তয়ঃ**—কার্য; **তু**—বাস্তবিক পক্ষে; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **শোষণম্**—বাষ্পীকরণ; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **তৃট্**—তৃষ্ণা; **এব**—ও; **চ**—এবং।

অনুবাদ

অগ্নিকে জানা যায় তার জ্যোতি, রন্ধন করার ক্ষমতা, পরিপাক, শীতলতা বিনাশ, বাষ্পীকরণ, এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভোজন ও পানের উদ্রেকের দ্বারা।

তাৎপর্য

আগুনের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে আলোক ও তাপ বিকীরণ, এবং উদরেও আগুন রয়েছে। অগ্নি ব্যতীত আমরা আহার পরিপাক করতে পারি না। পরিপাক ব্যতীত

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা অথবা আহার এবং পান করার ক্ষমতা থাকে না। যখন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার উদ্রেক হয় না, তখন বুঝতে হবে যে, জঠরাগ্নি স্তিমিত হয়েছে। আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে তাকে বলা হয় *অগ্নিমান্দ্যম্* এবং তখন অগ্নিবিষয়ক চিকিৎসা করা হয়। যেহেতু পিত্ত-ক্ষরণের ফলে অগ্নি বৃদ্ধি পায়, তাই চিকিৎসা করা হয় পিত্ত-ক্ষরণ বৃদ্ধি করার। এইভাবে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী সত্য বলে প্রমাণিত করে। অগ্নি যে শীতলতার প্রভাব দমন করে, সেই কথা সকলেই জানেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অগ্নির দ্বারা সর্বদাই প্রতিকার করা যায়।

শ্লোক ৪১

রূপমাত্রাদ্বিকুর্বাণাত্তেজসো দৈবচোদিতাৎ ।
রসমাত্রমভূত্তস্মাদম্ভো জিহ্বা রসগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥

রূপ-মাত্রাৎ—রূপ-তন্মাত্র থেকে উদ্ভূত; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **তেজসঃ**—অগ্নি থেকে; **দৈব-চোদিতাৎ**—দৈবের আয়োজনে; **রস-মাত্রম্**—রস-তন্মাত্র; **অভূৎ**—উদ্ভূত হয়েছে; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **অম্ভঃ**—জল; **জিহ্বা**—রসনেন্দ্রিয়; **রস-গ্রহঃ**—যা রস আস্বাদন করে।

অনুবাদ

অগ্নি এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে, দৈবের ব্যবস্থাপনায় রস-তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। রস থেকে জলের উদ্ভব হয়, এবং রস গ্রহণকারী জিহ্বাও উদ্ভূত হয়।

তাৎপর্য

জিহ্বাকে এখানে রস সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জনকারীর করণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু রস হল জলের একটি উৎপাদন, সেই হেতু জিহ্বার উপর সর্বদাই লালা থাকে।

শ্লোক ৪২

কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটূম্ল ইতি নৈকধা ।
ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিদ্যতে ॥ ৪২ ॥

কষায়ঃ—কষায়; **মধুরঃ**—মিষ্টি; **তিক্তঃ**—তিক্ত; **কটু**—কটু; **অম্লঃ**—টক; **ইতি**—এই প্রকার; **ন-একধা**—বহু প্রকার; **ভৌতিকানাম্**—অন্যান্য বস্তুর; **বিকারেণ**—বিকারের দ্বারা; **রসঃ**—রস-তন্মাত্র; **একঃ**—মূলত এক; **বিভিদ্যতে**—বিভক্ত হয়েছে।

অনুবাদ

রস যদিও মূলত এক, কিন্তু অন্যান্য পদার্থের সংসর্গে তা কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল ও লবণ ইত্যাদি বহু প্রকারে বিভক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৪৩

ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোন্দনম্ ।
তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ ॥ ৪৩ ॥

ক্লেদনম্—আর্দ্রীকরণ; **পিণ্ডনম্**—পিণ্ডীকরণ; **তৃপ্তিঃ**—তৃপ্ত করা; **প্রাণন**—প্রাণ রক্ষা করা; **আপ্যায়ন**—শ্রান্তি নিবারণ করা; **উন্দনম্**—কোমল করা; **তাপ**—তাপ; **অপনোদঃ**—নিবারণ করা; **ভূয়স্ত্বম্**—প্রচুরভাবে; **অম্ভসঃ**—জলের; **বৃত্তয়ঃ**—বিশিষ্ট কার্য; **তু**—প্রকৃত পক্ষে; **ইমাঃ**—এই সমস্ত।

অনুবাদ

আর্দ্রীকরণ, বিভিন্ন মিশ্রণকে পিণ্ডীকরণ, তৃপ্তি উৎপাদন, জীবিতকরণ, মৃদুকরণ; তাপ নিবারণ, বার বার উদ্ধৃত হলেও জলাশয়ে পুনঃ পুনঃ উদ্‌গমন, এবং তৃষ্ণা নিবারণ, এইগুলি জলের বৃত্তি।

তাৎপর্য

জল পান করে ক্ষুধা মেটানো যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কেউ যখন উপবাস করার ব্রত গ্রহণ করেন, তখন তিনি যদি মাঝে মাঝে একটু জল পান করেন, তা হলে তার উপবাসজনিত অবসাদ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। বেদেও বলা হয়েছে, *আপোময়ঃ প্রাণঃ*—"জীবন জলের উপর নির্ভর করে।" জল দিয়ে যে-কোন বস্তু ভেজানো যায়। আটার সঙ্গে জল মিশিয়ে পিণ্ড তৈরি করা যায়। তেমনই মাটির সঙ্গে জল মিশিয়ে মৃৎপিণ্ড তৈরি করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জল বিভিন্ন জড় উপাদানকে জোড়া লাগায়। বাড়ি তৈরির কাজে, ইট তৈরি করতে অথবা সিমেন্ট মাখতে জল হচ্ছে একটি অপরিহার্য

উপাদান। আগুন, জল এবং বায়ু—এই তত্ত্বগুলির বিনিময়ের ফলে সমগ্র জড় জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, এবং তার মধ্যে জল হচ্ছে সব চাইতে মুখ্য উপাদান। উত্তপ্ত স্থানে জল ঢালার ফলেই কেবল অত্যধিক তাপ দূর করা যায়।

শ্লোক ৪৪

রসমাত্রাদ্বিকুর্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ ।
গন্ধমাত্রমভূত্তস্মাৎপৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ ॥ ৪৪ ॥

রস-মাত্রাৎ—রস-তন্মাত্র থেকে উদ্ভূত; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **অম্ভসঃ**—জল থেকে; **দৈব-চোদিতাৎ**—দৈব ব্যবস্থাপনায়; **গন্ধ-মাত্রম্**—গন্ধ-তন্মাত্র; **অভূৎ**—প্রকাশিত হয়েছে; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **পৃথ্বী**—পৃথিবী; **ঘ্রাণঃ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **তু**—বাস্তবিক পক্ষে; **গন্ধ-গঃ**—যা ঘ্রাণ গ্রহণ করে।

অনুবাদ

জলের সঙ্গে রস-তন্মাত্রের মিথস্ক্রিয়ার ফলে, দৈব ব্যবস্থাপনায় গন্ধ-তন্মাত্রের উদ্ভব হয়। তা থেকে মাটি এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা আমরা পৃথিবীর গন্ধ অনুভব করতে পারি।

শ্লোক ৪৫

করম্ভপূতিসৌরভ্যশান্তোগ্রাম্লাদিভিঃ পৃথক্ ।
দ্রব্যাবয়ববৈষম্যাদ্‌গন্ধ একো বিভিদ্যতে ॥ ৪৫ ॥

করম্ভ—মিশ্রিত; **পূতি**—দুর্গন্ধ; **সৌরভ্য**—সুগন্ধ; **শান্ত**—মৃদু; **উগ্র**—তীব্র; **অম্ল**—টক; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি; **পৃথক্**—ভিন্ন; **দ্রব্য**—পদার্থের; **অবয়ব**—ভাগের; **বৈষম্যাৎ**—পার্থক্যের ফলে; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **একঃ**—এক; **বিভিদ্যতে**—বিভক্ত হয়েছে।

অনুবাদ

গন্ধ এক হওয়া সত্ত্বেও, দ্রব্যের সংসর্গের মাত্রা অনুসারে—মিশ্র, দুর্গন্ধ, শান্ত, উগ্র, অম্ল ইত্যাদি পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যে, যেমন নানা রকম মশলা এবং হিং দিয়ে তৈরি তরকারিতে মিশ্র গন্ধ অনুভূত হয়। নোংরা জায়গা থেকে দুর্গন্ধ আসে, কর্পূরাদি পদার্থ থেকে সুগন্ধ পাওয়া যায়, রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদির গন্ধ উগ্র, তেঁতুল আদি টক পদার্থ থেকে অম্ল গন্ধ পাওয়া যায়। মূল গন্ধ হচ্ছে পৃথিবীর গন্ধ, এবং তা যখন বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখন তা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৪৬

ভাবনং ব্রহ্মণঃ স্থানং ধারণং সদ্বিশেষণম্ ।
সর্বসত্ত্বগুণোদ্ভেদঃ পৃথিবীবৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥

ভাবনম্—প্রতিমা নির্মাণ; **ব্রহ্মণঃ**—পরমব্রহ্মের; **স্থানম্**—আবাসস্থল নির্মাণ; **ধারণম্**—বস্তুসমূহের আধার হওয়া; **সৎ-বিশেষণম্**—মুক্ত স্থানকে আচ্ছাদন করা; **সর্ব**—সমস্ত; **সত্ত্ব**—অস্তিত্বের; **গুণ**—গুণাবলী; **উদ্ভেদঃ**—প্রকাশ হওয়ার স্থান; **পৃথিবী**—পৃথিবীর; **বৃত্তি**—কার্য; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

পরমব্রহ্মের স্বরূপকে আকার প্রদান করা, বাসস্থান নির্মাণ করা, জল রাখার পাত্র তৈরি করা, ইত্যাদি কার্য মাটির লক্ষণ। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পৃথিবী সমস্ত তত্ত্বের আশ্রয়স্থল।

তাৎপর্য

মাটিতে শব্দ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি এবং জল এই সমস্ত বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। এখানে মাটির একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে মাটি থেকে ভগবানের বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়। কপিলদেবের এই উক্তি থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান বা ব্রহ্মের অসংখ্য রূপ রয়েছে, যাঁদের বর্ণনা শাস্ত্রে রয়েছে। মাটি এবং তার পরিণতি পাথর, কাঠ, মণি ইত্যাদি থেকে পরমেশ্বর ভগবানের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ মাটি থেকে প্রস্তুত করা হয়, সেই রূপ কাল্পনিক নয়। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে মাটি ভগবানের স্বরূপের আকার প্রদান করে।

ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ধামের বৈচিত্র্য এবং তাঁর বংশীবাদনরত চিন্ময় রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। শাস্ত্রে এই সমস্ত রূপের বর্ণনা রয়েছে, এবং সেই বর্ণনা অনুসারে যখন তাঁদের প্রতিমা নির্মাণ করা হয়, তখন তা আরাধ্য হয়। সেই গুলি কাল্পনিক নয়, যা মায়াবাদীরা বলে থাকে। কখনও কখনও *ভাবন* শব্দের কদর্থ করে বলা হয় 'কল্পনা'। কিন্তু *ভাবন* শব্দের অর্থ 'কল্পনা' নয়; তার অর্থ হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে প্রকৃত আকার প্রদান করা। পৃথিবী হচ্ছে সমস্ত জীবেদের এবং তাদের গুণের চরম বিকার।

শ্লোক ৪৭

নভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তচ্ছ্রোত্রমুচ্যতে ।
বায়োর্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য তৎস্পর্শনং বিদুঃ ॥ ৪৭ ॥

নভঃ-গুণ-বিশেষঃ—আকাশের বিশেষ গুণ (শব্দ); **অর্থঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; **যস্য**—যার; **তৎ**—তা; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **উচ্যতে**—বলা হয়; **বায়োঃ গুণ-বিশেষঃ**—বায়ুর বিশেষ গুণ (স্পর্শ); **অর্থঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; **যস্য**—যার; **তৎ**—তা; **স্পর্শনম্**—স্পর্শেন্দ্রিয়; **বিদুঃ**—তাঁরা জানেন।

অনুবাদ

যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে শব্দ তাকে বলা হয় শ্রবণেন্দ্রিয়, এবং যার বিষয় হচ্ছে স্পর্শ তাকে বলা হয় তগেন্দ্রিয়।

তাৎপর্য

শব্দ হচ্ছে আকাশের গুণ এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়। তেমনই, স্পর্শ হচ্ছে বায়ুর গুণ এবং তগেন্দ্রিয়ের বিষয়।

শ্লোক ৪৮

তেজোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তচ্চক্ষুরুচ্যতে ।
অম্ভোগুণবিশেষোঽর্থো যস্য তদ্রসনং বিদুঃ ।
ভূমের্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য স ঘ্রাণ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

তেজঃ-গুণ-বিশেষঃ—অগ্নির বিশেষ গুণ (রূপ); অর্থঃ—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; যস্য—যার; তৎ—তা; চক্ষুঃ—দর্শনেন্দ্রিয়; উচ্যতে—বলা হয়; অম্ভঃ-গুণ-বিশেষঃ—জলের বিশেষ গুণ (রস); অর্থঃ—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; যস্য—যার; তৎ—তা; রসনম্—রসনেন্দ্রিয়; বিদুঃ—তাঁরা জানেন; ভূমেঃ গুণ-বিশেষঃ—ভূমির বিশেষ গুণ (গন্ধ); অর্থঃ—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; যস্য—যার; স—তা; ঘ্রাণঃ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; উচ্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে রূপ যা অগ্নির বিশেষ গুণ, তাকে বলা হয় দর্শনেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে রস যা জলের বিশেষ গুণ, তাকে বলা হয় রসনেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে গন্ধ যা পৃথিবীর বিশেষ গুণ, তাকে বলা হয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

শ্লোক ৪৯

পরস্য দৃশ্যতে ধর্মো হ্যপরস্মিন্ সমন্বয়াৎ ।
অতো বিশেষো ভাবানাং ভূমাবেবোপলক্ষ্যতে ॥ ৪৯ ॥

পরস্য—কারণের; দৃশ্যতে—দেখা যায়; ধর্মঃ—বৈশিষ্ট্য; হি—যথার্থই; অপরস্মিন্—কার্যে; সমন্বয়াৎ—ক্রম পর্যায়ে; অতঃ—অতএব; বিশেষঃ—বিশেষ গুণ; ভাবানাম্—সমস্ত পদার্থের; ভূমৌ—পৃথিবীতে; এব—কেবল; উপলক্ষ্যতে—দেখা যায়।

অনুবাদ

যেহেতু কারণ কার্যেও বিদ্যমান থাকে, তাই পূর্ববর্তী ভূতের গুণগুলি পরবর্তী ভূতে দেখা যায়। সেই কারণে আকাশ আদি ভূত চতুষ্টয়ের বিশেষ গুণগুলি মাটিতে পাওয়া যায়।

তাৎপর্য

শব্দ হচ্ছে আকাশের কারণ, আকাশ বায়ুর কারণ, বায়ু অগ্নির কারণ, অগ্নি জলের কারণ, এবং জল মাটির কারণ। আকাশের কেবল শব্দগুণ রয়েছে; বায়ুতে শব্দ এবং স্পর্শ রয়েছে; আগুনে শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ রয়েছে; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এবং রস রয়েছে; এবং মাটিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ রয়েছে। তাই মাটি হচ্ছে অন্য সমস্ত ভূতের গুণগুলির আধার। মাটি হচ্ছে অন্য সমস্ত ভূতের

সমষ্টি। মাটিতে পাঁচটি গুণ, জলে চারটি, আগুনে তিনটি, বায়ুতে দুটি এবং আকাশের কেবল একটি গুণ হচ্ছে শব্দ।

শ্লোক ৫০

এতান্যসংহত্য যদা মহদাদীনি সপ্ত বৈ ।
কালকর্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাবিশৎ ॥ ৫০ ॥

এতানি—এই সমস্ত; **অসংহত্য**—অমিশ্রিত অবস্থায়; **যদা**—যখন; **মহৎ-আদীনি**—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চ মহাভূত; **সপ্ত**—সব মিলিয়ে সাতটি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **কাল**—কাল; **কর্ম**—কর্ম; **গুণ**—এবং জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ; **উপেতঃ**—সহযোগে; **জগৎ-আদিঃ**—সৃষ্টির উৎপত্তি; **উপাবিশৎ**—প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব আদি এই সমস্ত সপ্ত তত্ত্ব যখন অমিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তখন সৃষ্টির আদি কারণ পরমেশ্বর ভগবান কাল, কর্ম এবং গুণ সহ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কারণের উৎপত্তি বর্ণনা করার পর, কপিলদেব কার্যের উৎপত্তির বিষয়ে বলেছেন। কারণ যখন অমিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তখনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে তখন সাতটি মৌলিক উপাদানও ছিল—পঞ্চ মহাভূত, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার। পরমেশ্বর ভগবানের এই প্রবেশ হচ্ছে—জড় জগতের পরমাণুতে পর্যন্ত ভগবানের প্রবেশ। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*। তিনি কেবল ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরেই নন, প্রতিটি পরমাণুতেও রয়েছেন। তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে রয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক বস্তুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন।

শ্লোক ৫১

ততস্তেনানুবিদ্ধেভ্যো যুক্তেভ্যোঽগুমচেতনম্ ।
উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্ ॥ ৫১ ॥

ততঃ—তার পর; **তেন**—ভগবানের দ্বারা; **অনুবিদ্ধেভ্যঃ**—এই সাতটি তত্ত্ব থেকে সক্রিয় হয়েছিলেন; **যুক্তেভ্যঃ**—মিলিত হয়েছিলেন; **অণ্ডম্**—অণ্ড; **অচেতনম্**—অচেতন; **উত্থিতম্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **পুরুষঃ**—বিরাট পুরুষ; **যস্মাৎ**—যা থেকে; **উদতিষ্ঠৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **অসৌ**—সেই; **বিরাট্**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

ভগবানের উপস্থিতির ফলে সেই সপ্ত তত্ত্ব সক্রিয় এবং মিলিত হওয়ার ফলে, এক অচেতন অণ্ডের উৎপত্তি হয়েছিল। সেই অণ্ড থেকে বিরাট পুরুষ প্রকট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যৌন মিলনের ফলে, পিতা-মাতার থেকে পদার্থের মিশ্রণ হয়, যা ক্ষরিত রসের ঘনীভূত তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে, জড়ের মধ্যে আত্মাকে গ্রহণ করার এক অবস্থা সৃষ্টি করে, এবং সেই জড় পদার্থের মিশ্রণ ধীরে ধীরে একটি পূর্ণ শরীরে পরিণত হয়। সেই একই নিয়মে ব্রহ্মাণ্ডেরও সৃষ্টি হয়—উপাদানগুলি বর্তমান ছিল, কিন্তু ভগবান যখন সেই সমস্ত জড় তত্ত্বে প্রবেশ করলেন, তখন তা ক্ষোভিত হয়েছিল, সেটিই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায়ও আমরা তা দেখতে পাই। যদিও মাটি জল এবং আগুন রয়েছে, তবুও সেই উপাদানগুলি একটি ইটের আকৃতি ধারণ করে, যখন সেইগুলির মিশ্রণে মানুষের শ্রম যুক্ত হয়। জীবনী-শক্তির সাহায্য ব্যতীত জড় পদার্থের কোন রূপ গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা নেই। তেমনই, এই জড় জগৎও বিরাট পুরুষরূপী পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা ক্ষোভিত না হলে, বিকশিত হতে পারে না। *যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্*—তাঁর ক্ষোভিত হওয়ার ফলে, আকাশ সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তা থেকে ভগবানের বিরাট রূপও প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫২

এতদণ্ডং বিশেষাখ্যং ক্রমবৃদ্ধৈর্দশোত্তরৈঃ ।
তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রধানেনাবৃতৈর্বহিঃ ।
যত্র লোকবিতানোঽয়ং রূপং ভগবতো হরেঃ ॥ ৫২ ॥

এতৎ—এই; **অণ্ডম্**—অণ্ড; **বিশেষ-আখ্যম্**—বিশেষ নামক; **ক্রম**—ক্রমশ; **বৃদ্ধৈঃ**—বর্ধিত হয়েছে; **দশ**—দশ গুণ; **উত্তরৈঃ**—মহত্তর; **তোয়-আদিভিঃ**—জল

আদির দ্বারা; **পরিবৃতম্**—পরিবৃত; **প্রধানেন**—প্রধানের দ্বারা; **আবৃতৈঃ**—আচ্ছাদিত; **বহিঃ**—বাইরে; **যত্র**—যেখানে; **লোক-বিতানঃ**—লোকের বিস্তার; **অয়ম্**—এই; **রূপম্**—রূপ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির।

অনুবাদ

এই ব্রহ্মাণ্ডকে বলা হয় জড়া প্রকৃতির প্রকাশ। তাতে জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্বের যে আবরণ রয়েছে, তা ক্রমান্বয়ে পূর্বটির থেকে পরবর্তী আবরণটি দশ গুণ অধিক, এবং তার শেষ আবরণটি হচ্ছে প্রধানের আবরণ। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের বিরাটরূপ বিরাজ করছে, যার দেহের একটি অংশ হচ্ছে চতুর্দশ ভুবন।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ড বা অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ যা আমরা দর্শন করি, তার আকার ঠিক একটি অণ্ডের মতো। অণ্ড যেমন খোসার দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই এই ব্রহ্মাণ্ডও বিভিন্ন স্তরের আবরণের দ্বারা আবৃত। তার প্রথম আবরণটি হচ্ছে জলের, তার পরেরটি আগুনের, তার পরেরটি বায়ুর, তার পরেরটি আকাশের, এবং সব শেষের আবরণটি হচ্ছে প্রধানের। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রয়েছে বিরাট পুরুষরূপ ভগবানের বিশ্বরূপ। বিভিন্ন ভুবনগুলি হচ্ছে তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশ। তা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই দ্বিতীয় স্কন্ধে ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন লোকগুলিকে ভগবানের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ বলে মনে করা হয়। যে সমস্ত মানুষ সরাসরিভাবে ভগবানের চিন্ময় রূপের আরাধনা করতে পারে না, তাদের এই বিরাটরূপের ধ্যান করার এবং আরাধনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সর্ব নিম্নতম লোক হচ্ছে পাতাললোক, এবং তাকে ভগবানের পদতল বলে মনে করা হয়, এবং ভূর্লোক হচ্ছে ভগবানের উদর। ব্রহ্মলোক বা সর্বোচ্চ লোক, যেখানে ব্রহ্মা বাস করেন, তা ভগবানের মস্তক বলে বিবেচনা করা হয়।

বিরাটপুরুষকে ভগবানের একজন অবতার বলে মনে করা হয়। ভগবানের আদি রূপ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যে কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*আদিপুরুষ*। বিরাট পুরুষও পুরুষ, কিন্তু তিনি আদি পুরুষ নন। আদি পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ / অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ।* *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণকে আদি পুরুষ বলে স্বীকার করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আমার থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কেউ নেই।" ভগবানের অসংখ্য প্রকাশ রয়েছে, এবং তাঁরা সকলেই

পুরুষ বা ভোক্তা, কিন্তু বিরাট পুরুষ অথবা পুরুষাবতার—কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এবং ভগবানের অন্যান্য সমস্ত অবতারেরা কেউই আদি পুরুষ নন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট পুরুষ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু রয়েছেন এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু রয়েছেন। বিরাট পুরুষের সক্রিয় প্রকাশ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান নিম্ন স্তরের, তারা ভগবানের বিশ্বরূপের চিন্তা করতে পারে, কেননা *ভগবদ্গীতায়* সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন এখানে বিচার করা হয়েছে। বাহিরের আবরণগুলি একে একে জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব দ্বারা রচিত, এবং প্রত্যেকটি আবরণ তার পূর্ববর্তী আবরণের দশ গুণ বড়। কোন বৈজ্ঞানিক অথবা অন্য কেউ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্তী শূন্য স্থানটির আয়তন মাপতে পারে না, এবং তার বাইরে সাতটি আবরণ রয়েছে, এবং প্রতিটি আবরণ তার পূর্ববর্তী আবরণটি থেকে দশ গুণ বড়। জলের আবরণ ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি থেকে দশ গুণ বড়, আগুনের আবরণ জলের থেকে দশ গুণ বড়, তেমনই, বায়ুর আবরণ আগুনের আবরণ থেকে দশ গুণ বড়। এই আয়তন মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পক্ষে অচিন্তনীয়।

আরও বলা হয়েছে যে, সেইটি হচ্ছে কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা। এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া আরও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এবং তাদের অনেকেরই আয়তন অনেক অনেক গুণ বড়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে সব চাইতে ছোট বলে মনে করা হয়; তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ ব্রহ্মার কেবল চারটি মস্তক। অন্যান্য অনেক ব্রহ্মাণ্ডের, যাদের আয়তন এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে অনেক অনেক গুণ বড়, সেখানকার ব্রহ্মাদের মস্তকও অনেক বেশি। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিন ক্ষুদ্র ব্রহ্মার প্রশ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রহ্মাদের ডেকেছিলেন, এবং সেই সমস্ত বিরাট ব্রহ্মাদের দর্শন করে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। এমনই হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। কেউই জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অথবা নিজেকে ভগবান বলে ভ্রান্ত দাবি করার দ্বারা ভগবানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ মাপতে পারে না। যদি কেউ সেই প্রয়াস করে, তা কেবল তার পাগলামির লক্ষণ।

শ্লোক ৫৩

হিরণ্ময়াদণ্ডকোশাদুত্থায় সলিলেশয়াৎ ।
তমাবিশ্য মহাদেবো বহুধা নির্বিভেদ খম্ ॥ ৫৩ ॥

হিরণ্ময়াৎ—স্বর্ণময়; **অণ্ড-কোশাৎ**—অণ্ড থেকে; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **সলিলে**—জলে; **শয়াৎ**—শায়িত; **তম্**—তাতে; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **মহা-দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বহুধা**—বহুভাবে; **নির্বিভেদ**—বিভক্ত; **খম্**—ছিদ্র।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বিরাট পুরুষ সেই স্বর্ণময় অণ্ডকোষে প্রবেশ করলেন, যা জলে শায়িত ছিল, এবং তিনি তাকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করলেন।

শ্লোক ৫৪

নিরভিদ্যতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোঽভবৎ ।
বাণ্যা বহ্নিরথো নাসে প্রাণোতো ঘ্রাণ এতয়োঃ ॥ ৫৪ ॥

নিরভিদ্যত—প্রকট হয়েছিল; **অস্য**—তাঁর; **প্রথমম্**—সর্ব প্রথম; **মুখম্**—মুখ; **বাণী**—বাগেন্দ্রিয়; **ততঃ**—তার পর; **অভবৎ**—প্রকাশিত হয়েছিল; **বাণ্যা**—বাগেন্দ্রিয় থেকে; **বহ্নি**—অগ্নিদেবতা; **অথঃ**—তার পর; **নাসে**—দুই নাসারন্ধ্রে; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **উতঃ**—যুক্ত হয়েছিল; **ঘ্রাণঃ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **এতয়োঃ**—সেইগুলিতে।

অনুবাদ

সর্ব প্রথমে তাঁর মুখ প্রকট হয়েছিল, এবং তার পর অগ্নিদেব সহ বাগেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়েছিল। অগ্নিদেব হচ্ছেন সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তার পর দুইটি নাসারন্ধ্র প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুর প্রকাশ হয়েছিল।

তাৎপর্য

বাগেন্দ্রিয়ের সঙ্গে অগ্নির প্রকাশ হয়েছিল, এবং নাসিকার সঙ্গে প্রাণবায়ুর, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রকাশ হয়েছিল।

শ্লোক ৫৫

ঘ্রাণাদ্বায়ুরভিদ্যেতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ ।
তস্মাৎসূর্যোঽভিদ্যেতাং কর্ণৌ শ্রোত্রং ততো দিশঃ ॥ ৫৫ ॥

ঘ্রাণাৎ—ঘ্রাণেন্দ্রিয় থেকে; **বায়ুঃ**—পবনদেব; **অভিদ্যোতাম্**—প্রকট হয়েছিলেন; **অক্ষিণী**—নেত্রদ্বয়; **চক্ষুঃ**—দর্শনেন্দ্রিয়; **এতয়োঃ**—তাদের মধ্যে; **তস্মাৎ**—তা থেকে; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **ন্যভিদ্যোতাম্**—প্রকট হয়েছিলেন; **কর্ণৌ**—কর্ণদ্বয়; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **ততঃ**—তা থেকে; **দিশঃ**—দিকসমূহের অধিষ্ঠাতা।

অনুবাদ

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বায়ুদেবের আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। তার পর বিরাট পুরুষের চক্ষুদ্বয় প্রকট হয়েছিল, এবং তার মধ্যে ছিল দর্শনেন্দ্রিয়। সেই ইন্দ্রিয়ের প্রকাশের সঙ্গে, সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্যদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। তার পর তাঁর দুইটি কর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে ছিল শ্রবণেন্দ্রিয় এবং সেই সঙ্গে দিকসমূহের অধিষ্ঠাতা দিক-দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানের বিরাটরূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং সেই সঙ্গে সেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের আবির্ভাব এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মাতৃগর্ভে যেমন শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে ভগবানের বিরাটরূপে বিবিধ সামগ্রীর উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের উদয় হয়, এবং প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের উপরে রয়েছে এক-একজন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। সেই সত্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বর্ণনায় প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং *ব্রহ্মসংহিতাতেও* বর্ণিত হয়েছে যে, ভগবানের বিরাটরূপের চক্ষুরূপে সূর্য প্রকট হয়েছে। সূর্য বিরাটরূপের চক্ষুর উপর নির্ভরশীল। *ব্রহ্মসংহিতাতে* এও বলা হয়েছে যে, সূর্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু। *যচ্চক্ষুরেষ সবিতা*। সবিতা মানে হচ্ছে 'সূর্যদেব'। সূর্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের চক্ষু। প্রকৃত পক্ষে, সব কিছুরই সৃষ্টি হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপ থেকে। জড়া প্রকৃতি কেবল উপাদানগুলি সরবরাহ করে। প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিকার্য সম্পাদিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"আমার পরিচালনায় জড়া প্রকৃতি এই জগতে সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুসমূহ সৃষ্টি করে।"

শ্লোক ৫৬

নির্বিভেদ বিরাজস্ত্বগ্রোমশ্মশ্রূদয়স্ততঃ ।
তত ওষধয়শ্চাসন্ শিশ্নং নির্বিভিদে ততঃ ॥ ৫৬ ॥

নির্বিভেদ—প্রকট হয়েছে; বিরাজঃ—বিরাটরূপের; ত্বক্—ত্বক; রোম—লোম; শ্মশ্রু—দাড়ি-গোঁফ; আদয়ঃ—ইত্যাদি; ততঃ—তখন; তত্রঃ—তার পর; ওষধয়ঃ—ওষধিসমূহ; চ—এবং; আসন্—প্রকট হয়েছে; শিশ্নম্—শিশ্ন; নির্বিভিদে—আবির্ভূত হয়েছে; ততঃ—তার পর।

অনুবাদ

তার পর ভগবানের বিরাট পুরুষ বিশ্বরূপ তাঁর ত্বক প্রকাশ করেন, এবং তার পর তাঁর রোম, দাড়ি এবং গুম্ফ প্রকাশিত হয়। তার পর সমস্ত ওষধি প্রকট হয়, এবং তার পর তাঁর জননেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

ত্বক হচ্ছে স্পর্শ অনুভূতির স্থান। যে দেবতারা ওষধির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরাই হচ্ছেন ত্বক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা।

শ্লোক ৫৭

রেতস্তস্মাদাপ আসন্নিরভিদ্যত বৈ গুদম্ ।
গুদাদপানোঽপানাচ্চ মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥ ৫৭ ॥

রেতঃ—বীর্য; তস্মাৎ—তা থেকে; আপঃ—জলের অধিষ্ঠাতৃদেব; আসন্—প্রকট হয়েছেন; নিরভিদ্যত—প্রকট হয়েছে; বৈ—বাস্তবিক পক্ষে; গুদম্—গুহ্যদ্বার; গুদাৎ—গুহ্যদ্বার থেকে; অপানঃ—মল ত্যাগের ইন্দ্রিয়; অপানাৎ—মল ত্যাগের ইন্দ্রিয় থেকে; চ—এবং; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; লোক-ভয়ঙ্করঃ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভয় উৎপাদনকারী।

অনুবাদ

তার পর বীর্য এবং জলের অধিষ্ঠাতৃদেব প্রকট হয়েছেন। তার পর গুহ্যদ্বার ও মল ত্যাগের ইন্দ্রিয় এবং তার পর মৃত্যুর দেবতার প্রকাশ হয়, যাঁকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলে ভয় করে।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, বীর্যস্খলন হচ্ছে মৃত্যুর কারণ। তাই, যোগী এবং পরমার্থবাদীরা যাঁরা দীর্ঘ কাল ধরে জীবিত থাকতে চান, তাঁরা নিষ্ঠা সহকারে বীর্য ধারণ করেন। বীর্যস্খলন যত রোধ করা যায়, ততই মৃত্যুর সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়। অনেক যোগী রয়েছেন যাঁরা এই পন্থা অবলম্বন করার ফলে, তিনশ বা সাতশ বছর ধরে বেঁচে থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বীর্যপাতই ভয়াবহ মৃত্যুর কারণ। মানুষ যৌন সুখভোগের প্রতি যত আসক্ত হয়, তত শীঘ্রই তাদের মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্লোক ৫৮

হস্তৌ চ নিরভিদ্যেতাং বলং তাভ্যাং ততঃ স্বরাট্ ।
পাদৌ চ নিরভিদ্যেতাং গতিস্তাভ্যাং ততো হরিঃ ॥ ৫৮ ॥

হস্তৌ—বাহুযুগল; **চ**—এবং; **নিরভিদ্যেতাম্**—প্রকাশিত হয়েছিল; **বলম্**—শক্তি; **তাভ্যাম্**—তাদের থেকে; **ততঃ**—তার পর; **স্বরাট্**—ইন্দ্রদেব; **পাদৌ**—পদযুগল; **চ**—এবং; **নিরভিদ্যেতাম্**—প্রকাশিত হয়েছে; **গতিঃ**—গতি; **তাভ্যাম্**—তাদের থেকে; **ততঃ**—তার পর; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

অনুবাদ

তার পর ভগবানের বিরাটরূপের দুইটি হাত প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে বস্তু ধরার এবং ফেলার ক্ষমতার উদয় হয়েছিল, এবং তার পর ইন্দ্রদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। তার পর পদদ্বয় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে গমনাগমনের প্রক্রিয়া, এবং তার পর ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রকট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

হাতের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন ইন্দ্র, এবং গতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। বিরাট পুরুষের পদযুগল প্রকট হওয়ার পর, শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব হয়েছিল।

শ্লোক ৫৯

নাড্যোঽস্য নিরভিদ্যন্ত তাভ্যো লোহিতমাভৃতম্ ।
নদ্যস্ততঃ সমভবন্নুদরং নিরভিদ্যত ॥ ৫৯ ॥

নাড্যঃ—ধমনী; অস্য—এই বিরাটরূপের; নিরভিদ্যন্ত—প্রকাশিত হয়েছে; তাভ্যঃ—তাদের থেকে; লোহিতম্—রক্ত; আভৃতম্—উৎপন্ন হয়েছে; নদ্যঃ—নদী; ততঃ—তা থেকে; সমভবন্—প্রকট হয়েছে; উদরম্—উদর; নিরভিদ্যত—প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদ

বিরাটরূপের ধমনী প্রকাশিত হয় এবং তার পর রক্ত উৎপন্ন হয়, তার পর নদী সমূহের (ধমনীর অধিষ্ঠাতৃদেব), এবং তার পর উদর প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

রক্তবাহিকা শিরাগুলিকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; যখন বিরাটরূপের ধমনীসমূহ প্রকাশিত হয়, তখন বিভিন্ন লোকে নদীগুলিও প্রকাশিত হয়। নদীগুলির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্নায়ুমণ্ডলীরও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায়, যাঁরা স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছেন, তাঁদের প্রবহমান নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

শ্লোক ৬০

ক্ষুৎপিপাসে ততঃ স্যাতাং সমুদ্রস্ত্বেতয়োরভূৎ ।
অথাস্য হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়ান্মন উত্থিতম্ ॥ ৬০ ॥

ক্ষুৎ-পিপাসে—ক্ষুধা এবং পিপাসা; ততঃ—তার পর; স্যাতাম্—আবির্ভূত হয়েছিল; সমুদ্রঃ—সমুদ্র; তু—তার পর; এতয়োঃ—তাদের থেকে; অভূৎ—আবির্ভূত হয়েছিল; অথ—তার পর; অস্য—বিরাটরূপের; হৃদয়ম্—হৃদয়; ভিন্নম্—আবির্ভূত হয়েছিল; হৃদয়াৎ—হৃদয় থেকে; মনঃ—মন; উত্থিতম্—আবির্ভূত হয়েছিল।

অনুবাদ

তার পর ক্ষুধা ও পিপাসার অনুভূতির উদয় হয়েছিল, এবং তার পর সমুদ্রের প্রকাশ হয়েছিল। তার পর হৃদয় প্রকট হয়, এবং হৃদয় থেকে মন প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

সমুদ্রকে উদরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলে বিবেচনা করা হয়, যা থেকে ক্ষুধা এবং পিপাসার অনুভূতির উদয় হয়। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা অনুসারে, যখন কারও ঠিকমতো ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা হয় না, তাদের সমুদ্রে স্নান করার উপদেশ দেওয়া হয়।

শ্লোক ৬১

মনসশ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধির্বুদ্ধের্গিরাং পতিঃ ।
অহঙ্কারস্ততো রুদ্রশ্চিত্তং চৈত্যস্ততোঽভবৎ ॥ ৬১ ॥

মনসঃ—মন থেকে; চন্দ্রমাঃ—চন্দ্র; জাতঃ—আবির্ভূত হয়েছে; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; বুদ্ধেঃ—বুদ্ধি থেকে; গিরাম্ পতিঃ—বাণীর দেবতা (ব্রহ্মা); অহঙ্কারঃ—অহঙ্কার; ততঃ—তার পর; রুদ্রঃ—শিব; চিত্তম্—চেতনা; চৈত্যঃ—চেতনার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; ততঃ—তার পর; অভবৎ—প্রকট হয়েছিল।

অনুবাদ

মনের পর চন্দ্র প্রকট হয়। তার পর বুদ্ধির প্রকাশ হয়, এবং বুদ্ধির পর ব্রহ্মা প্রকট হন। তার পর অহঙ্কার প্রকট হয়, এবং তার পর শিব। শিবের আবির্ভাবের পর চেতনা এবং চেতনার অধিষ্ঠাতৃ দেবতার প্রকাশ হয়।

তাৎপর্য

মনের প্রকাশ হওয়ার পর চন্দ্র প্রকট হয়। তা থেকে সূচিত হয় যে, চন্দ্র হচ্ছেন মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তেমনই, বুদ্ধির প্রকাশের পর, বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ব্রহ্মার প্রকাশ হয়, এবং শিব যাঁর আবির্ভাব হয় অহঙ্কারের প্রকাশের পর, তিনি হচ্ছেন অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এর থেকে সূচিত হয় যে, চন্দ্র সত্ত্বগুণে, ব্রহ্মা রজোগুণে এবং শিব তমোগুণে রয়েছেন। অহঙ্কারের প্রকাশের পর চেতনার আবির্ভাব থেকে বোঝা যায় যে, শুরুতে জড় চেতনা তমোগুণের অধীন থাকে, তাই মানুষকে তাদের চেতনা শুদ্ধ করার মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করতে হয়। এই শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। চেতনা যখন শুদ্ধ হয়, তখন অহঙ্কার দূর হয়ে যায়। দেহকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করাকে বলা হয় নিজের ভ্রান্ত পরিচিতি বা অহঙ্কার। সেই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

কীর্তন করার ফলে, প্রথমেই চেতনা বা চিত্তরূপ দর্পণের কলুষ দূর হয়ে যায়, এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ ভব-মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়। দাবানলরূপ জড় অস্তিত্বের কারণ হচ্ছে অহঙ্কার, কিন্তু যখন অহঙ্কার অপসারিত হয়, তখন জীব তার প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তখন সে প্রকৃত পক্ষে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। জীব যখন অহঙ্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন তার বুদ্ধিও নির্মল হয়, এবং তখন তার মন সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মগ্ন থাকে।

পরমেশ্বর ভগবান গৌরচন্দ্র রূপে বা নিষ্কলুষ চিন্ময় চন্দ্ররূপে পূর্ণিমার দিন আবির্ভূত হয়েছিলেন। জড় চন্দ্রে কলঙ্ক রয়েছে, কিন্তু চিন্ময় চন্দ্র বা গৌরচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক। বিশুদ্ধ মনকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হলে, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র বা গৌরচন্দ্রের আরাধনা করতে হয়। যারা রজোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন অথবা যারা জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য তাদের বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করতে চায়, তারা সাধারণত ব্রহ্মার পূজা করে, আর যারা তাদের জড় দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করার ফলে অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা শিবের পূজা করে। হিরণ্যকশিপু, রাবণ আদি জড়বাদীরা ব্রহ্মা বা শিবের পূজক, কিন্তু প্রহ্লাদ আদি ভক্তেরা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে পরম ঈশ্বর বা পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা করেন।

শ্লোক ৬২

এতে হ্যভ্যুত্থিতা দেবা নৈবাস্যোত্থাপনেঽশকন্ ।
পুনরাবিবিশুঃ খানি তমুত্থাপয়িতুং ক্রমাৎ ॥ ৬২ ॥

এতে—এই সমস্ত; **হি**—বাস্তবিক পক্ষে; **অভ্যুত্থিতাঃ**—প্রকাশিত হয়েছে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **ন**—না; **এব**—লেশমাত্র; **অস্য**—এই বিরাটপুরুষের; **উত্থাপনে**—জাগরণে; **অশকন্**—সমর্থ হয়েছিলেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **আবিবিশুঃ**—তাঁরা প্রবিষ্ট হয়েছিলেন; **খানি**—দেহের রন্ধ্রে; **তম্**—তাঁর; **উত্থাপয়িতুম্**—জাগানোর জন্য; **ক্রমাৎ**—একে একে।

অনুবাদ

যখন দেবতারা এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাগণ এইভাবে প্রকট হলেন, তখন তাঁরা তাঁদের আবির্ভাবের উৎসকে জাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা করতে অক্ষম হয়ে, তাঁরা বিরাট পুরুষকে জাগাবার জন্য একে একে তাঁর দেহে পুনঃ প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

অন্তরের নিদ্রিত অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে জাগাবার জন্য মানুষকে তার ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বহির্মুখী থেকে অন্তর্মুখী করে ধ্যানস্থ হতে হয়। বিরাট পুরুষকে জাগাবার জন্য যে-সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়, পরবর্তী শ্লোকে তা খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬৩

বহ্নির্বাচা মুখং ভেজে নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
ঘ্রাণেন নাসিকে বায়ুর্নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৩ ॥

বহ্নিঃ—অগ্নিদেব; **বাচা**—বাগেন্দ্রিয় সহ; **মুখম্**—মুখে; **ভেজে**—প্রবেশ করেছিলেন; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—উঠেছিলেন; **তদা**—তখন; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **ঘ্রাণেন**—ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহ; **নাসিকে**—তাঁর দুইটি নাসিকায়; **বায়ুঃ**—বায়ুদেবতা; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—উঠেছিলেন; **তদা**—তখন; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

অগ্নিদেব বাগেন্দ্রিয় সহ তাঁর মুখে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু বিরাট পুরুষকে তিনি জাগাতে পারলেন না। তখন বায়ুদেব ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহ তাঁর নাসিকায় প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না।

শ্লোক ৬৪

অক্ষিণী চক্ষুষাদিত্যো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ দিশো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৪ ॥

অক্ষিণী—তাঁর চক্ষুদ্বয়; **চক্ষুষা**—দর্শনেন্দ্রিয় সহ; **আদিত্যঃ**—সূর্যদেব; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—উঠেছিলেন; **তদা**—তখন; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **শ্রোত্রেণ**—শ্রবণেন্দ্রিয় সহ; **কর্ণৌ**—তাঁর কর্ণদ্বয়; **চ**—এবং; **দিশঃ**—দিকসমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—উঠেছিলেন; **তদা**—তখন; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

সূর্যদেব তখন দর্শনেন্দ্রিয় সহ বিরাট পুরুষের চক্ষুদ্বয়ে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ উঠলেন না। তেমনই, দিকসমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ শ্রবণেন্দ্রিয় সহ তাঁর কর্ণে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি উঠলেন না।

শ্লোক ৬৫

ত্বচং রোমভিরোষধ্যো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
রেতসা শিশ্নমাপস্তু নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৫ ॥

ত্বচম্—বিরাট পুরুষের ত্বক; রোমভিঃ—দেহের রোম সহ; ওষধ্যঃ—ওষধির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; ন—না; উদতিষ্ঠৎ—উঠেছিলেন; তদা—তখন; বিরাট্—বিরাট পুরুষ; রেতসা—প্রজননের ক্ষমতা সহ; শিশ্নম্—জননেন্দ্রিয়; আপঃ—জলদেবতা; তু—তখন; ন—না; উদতিষ্ঠৎ—উঠেছিলেন; তদা—তখন; বিরাট্—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

ত্বকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তখন ওষধিসমূহ সহ রোম-সমন্বিত বিরাট পুরুষের ত্বকে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না। তখন জলের দেবতা বীর্য সহ তাঁর জননেন্দ্রিয়তে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না।

শ্লোক ৬৬

গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
হস্তাবিন্দ্রো বলেনৈব নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৬ ॥

গুদম্—পায়ু; মৃত্যুঃ—মৃত্যুর দেবতা; অপানেন—অপান বায়ু সহ; ন—না; উদতিষ্ঠৎ—জাগরিত হলেন; তদা—তখনও; বিরাট্—বিরাট পুরুষ; হস্তৌ—হস্তদ্বয়; ইন্দ্রঃ—ইন্দ্রদেব; বলেন—বস্তু ধরার এবং ফেলে দেওয়ার শক্তি সহ; এব—বাস্তবিক পক্ষে; ন—না; উদতিষ্ঠৎ—জাগরিত হলেন; তদা—তখনও; বিরাট্—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

মৃত্যুর দেবতা তখন অপান বায়ু সহ বিরাট পুরুষের পায়ুতে প্রবেশ করলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে কর্মে অনুপ্রাণিত করতে পারলেন না। তখন ইন্দ্রদেব হাতের শক্তি সহ তাঁর হস্তে প্রবেশ করলেন, কিন্তু বিরাট পুরুষ তা সত্ত্বেও জাগরিত হলেন না।

শ্লোক ৬৭

বিষ্ণুর্গত্যৈব চরণৌ নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
নাড়ীর্নদ্যো লোহিতেন নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৭ ॥

বিষ্ণুঃ—ভগবান বিষ্ণু; **গত্যা**—গমনাগমনের ক্ষমতা সহ; **এব**—বাস্তবিক পক্ষে; **চরণৌ**—তাঁর দুইটি পায়ে; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—জাগরিত হলেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **নাড়ীঃ**—তাঁর ধমনী; **নদ্যঃ**—নদী বা নদীর দেবতা; **লোহিতেন**—রক্ত সহ, সঞ্চালনের শক্তি সহ; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—নড়লেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণু তখন গমনাগমনের ক্ষমতা সহ তাঁর পায়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ উঠে দাঁড়ালেন না। তখন নদীসমূহ রক্ত এবং রক্ত সঞ্চালনের ক্ষমতা সহ তাঁর ধমনীতে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষকে নাড়াতে পারলেন না।

শ্লোক ৬৮

ক্ষুত্তৃড়্ভ্যামুদরং সিন্ধুর্নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
হৃদয়ং মনসা চন্দ্রো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৮ ॥

ক্ষুৎ-তৃড়্ভ্যাম্—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা সহ; **উদরম্**—তাঁর উদর; **সিন্ধুঃ**—সমুদ্র বা সমুদ্রদেব; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—জাগরিত হলেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ; **হৃদয়ম্**—তাঁর হৃদয়; **মনসা**—মন সহ; **চন্দ্রঃ**—চন্দ্রদেব; **ন**—না; **উদতিষ্ঠৎ**—জাগরিত হলেন; **তদা**—তখনও; **বিরাট্**—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

সমুদ্র তখন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা সহ তাঁর উদরে প্রবেশ করলেন, তবুও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না। চন্দ্রদেব তখন মন সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তবুও বিরাট পুরুষ জাগরিত হলেন না।

শ্লোক ৬৯

বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাপি হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
রুদ্রোঽভিমত্যা হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ॥ ৬৯ ॥

বুদ্ধ্যা—বুদ্ধি সহ; ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; অপি—ও; হৃদয়ম্—তাঁর হৃদয়; ন—না; উদতিষ্ঠৎ—জাগরিত হলেন; তদা—তখনও; বিরাট্—বিরাট পুরুষ; রুদ্রঃ—শিব; অভিমত্যা—অহঙ্কার সহ; হৃদয়ম্—তাঁর হৃদয়ে; ন—না; উদতিষ্ঠৎ—জাগরিত হলেন; তদা—তখনও; বিরাট্—বিরাট পুরুষ।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তখন বুদ্ধি সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষকে উঠতে রাজী করানো গেল না। রুদ্রদেব তখন অহঙ্কার সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট পুরুষ নড়লেন না।

শ্লোক ৭০

চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্যদা ।
বিরাট্ তদৈব পুরুষঃ সলিলাদুদতিষ্ঠত ॥ ৭০ ॥

চিত্তেন—বিচার করার ক্ষমতা বা চেতনা সহ; হৃদয়ম্—হৃদয়ে; চৈত্যঃ—চেতনার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; ক্ষেত্র-জ্ঞঃ—ক্ষেত্রজ্ঞ; প্রাবিশৎ—প্রবেশ করেছিলেন; যদা—যখন; বিরাট্—বিরাট পুরুষ; তদা—তখন; এব—ঠিক; পুরুষঃ—বিরাট পুরুষ; সলিলাৎ—জল থেকে; উদতিষ্ঠত—উঠেছিলেন।

অনুবাদ

কিন্তু যখন চেতনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বা অন্তঃকরণের নিয়ন্তা চিত্ত সহ তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, ঠিক তখন বিরাট পুরুষ কারণ-বারি থেকে উত্থিত হলেন।

শ্লোক ৭১

যথা প্রসুপ্তং পুরুষং প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ ।
প্রভবন্তি বিনা যেন নোত্থাপয়িতুমোজসা ॥ ৭১ ॥

যথা—ঠিক যেভাবে; **প্রসুপ্তম্**—নিদ্রিত; **পুরুষম্**—ব্যক্তি; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **ইন্দ্রিয়**—কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়; **মনঃ**—মন; **ধিয়ঃ**—বুদ্ধি; **প্রভবন্তি**—সক্ষম হয়; **বিনা**—ব্যতীত; **যেন**—যাঁকে (পরমাত্মা); **ন**—না; **উত্থাপয়িতুম্**—উঠাতে; **ওজসা**—তাদের নিজেদের শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

কেউ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তার সমস্ত জড় ক্ষমতাগুলি—যথা প্রাণশক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি—তাকে জাগরিত করতে পারে না। সে তখনই জাগরিত হয়, যখন পরমাত্মা তাকে সাহায্য করে।

তাৎপর্য

সাংখ্য দর্শনের ব্যাখ্যা এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিরাট পুরুষ বা পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের আদি উৎস। বিরাট পুরুষের সঙ্গে অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ অথবা জীবেদের যে সম্পর্ক তা এতই জটিল যে, কেবল তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়ার দ্বারা বিরাট পুরুষকে জাগানো যায় না। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা বিরাট পুরুষকে জাগানো সম্ভব নয়, অথবা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৭২

তস্মিন্ প্রত্যগাত্মানং ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া ।
ভক্ত্যা বিরক্ত্যা জ্ঞানেন বিবিচ্যাত্মনি চিন্তয়েৎ ॥ ৭২ ॥

তম্—তাঁর উপর; **অস্মিন্**—এতে; **প্রত্যক্-আত্মানম্**—পরমাত্মা; **ধিয়া**—মন সহ; **যোগ-প্রবৃত্তয়া**—ভক্তিযুক্ত সেবায় প্রবৃত্ত; **ভক্ত্যা**—ভক্তির মাধ্যমে; **বিরক্ত্যা**—বৈরাগ্যের মাধ্যমে; **জ্ঞানেন**—পারমার্থিক জ্ঞানের মাধ্যমে; **বিবিচ্য**—সাবধানতার সঙ্গে বিচার করে; **আত্মনি**—শরীরে; **চিন্তয়েৎ**—মনন করা উচিত।

অনুবাদ

অতএব, ভগবানের ঐকান্তিক সেবার দ্বারা লব্ধ ভক্তি, বৈরাগ্য এবং পারমার্থিক জ্ঞানের মাধ্যমে এই শরীরে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত, যদিও তিনি তা থেকে ভিন্ন।

তাৎপর্য

জীব তার অন্তরস্থ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে। যদিও তিনি দেহে রয়েছেন, তবুও তিনি দেহ থেকে ভিন্ন, বা দেহের অতীত। জীবাত্মার সঙ্গে একই শরীরে আসীন হওয়া সত্ত্বেও, এই শরীরের প্রতি পরমাত্মার কোন আসক্তি নেই, কিন্তু জীবাত্মার রয়েছে। তাই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা এই জড় দেহের প্রতি অনাসক্ত হতে হয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হতে হয় (*ভক্ত্যা*)। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১/২/৭) উল্লেখ করা হয়েছে, *বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ*। যখন সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব পূর্ণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে সেবিত হন, তখনই জড় জগতের প্রতি অনাসক্তির শুরু হয়। সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের কলুষ থেকে জীবকে মুক্ত করা। পরমেশ্বর ভগবানে ভক্তির দ্বারা তা অনায়াসে লাভ করা যায়।

কেউ যখন জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হন, তখনই তিনি তাঁর মনকে প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মায় একাগ্রীভূত করতে পারেন। মন যতক্ষণ জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকার ফলে বিক্ষিপ্ত থাকে, ততক্ষণ মন এবং বুদ্ধিকে পরমেশ্বর ভগবান বা তাঁর অংশ-প্রকাশ পরমাত্মায় একাগ্রীভূত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত না হলে, মন এবং শক্তি পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্রীভূত করা সম্ভব নয়। জড় জগতের প্রতি বিরক্ত হওয়ার পর, মানুষ প্রকৃত পক্ষে পরমতত্ত্বের দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারেন। মানুষ যতক্ষণ ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি বা জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ পরমতত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* (১৮/৫৪) প্রতিপন্ন হয়েছে। যিনি জড়

জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছেন তিনি প্রসন্ন এবং তিনি ভগবদ্ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্য, এবং ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে তিনি মুক্ত হতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে আত্মা প্রসন্ন হয়। সেই প্রসন্ন অবস্থায় ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান বা কৃষ্ণভাবনামৃত হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তা না হলে তা সম্ভব নয়। প্রকৃতির বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব অধ্যয়ন এবং মনকে পরমাত্মায় একাগ্র করা—এই সাংখ্য দর্শনের মূল বিষয়। এই সাংখ্য যোগের পরম সিদ্ধি হচ্ছে পরমতত্ত্বের প্রতি ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'জড়া প্রকৃতির মৌলিক তত্ত্ব' নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।